অপরাজিতা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত
৪, চৌরঙ্গী ; মানসী আপিস, কলিকাতা

কলিকাতা
১১৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, একমি প্রেসে
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

অপরাজিতার কতকগুলি রচনা ইতিপূর্ব্বে মানসী প্রবাসী ভারতী প্রভৃতি বঙ্গীয় মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল ; বাকী কবিতাগুলি নূতন।

যমশেরপুর
১লা আশ্বিন ১৩২০

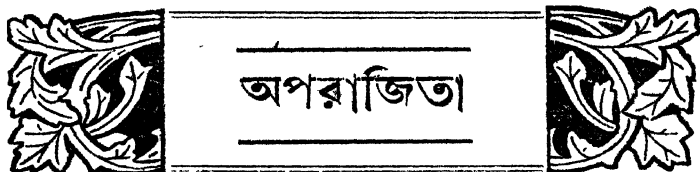
গ্রন্থকার

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ ঘোষ এম. এ, বি. এল., বার-এট-ল

করকমলেষু

সূচী



অপরাজিতা

পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম ?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে—
বর্ণ, সেও ত নয় নয়নাভিরাম !

ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু সৌরভ,
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি ;
গরবিনি, তোর কিসে তবে গৌরব—
রূপ গুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি !

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে,'মোর কিছু নাই—কিছু নাই ;
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া করে,'
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই !

ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান ;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক ?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মান ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
া, তিনিও তোমারি মত !





আগমনী

আজি, রজনী না হ'তে ভোর,
শিশির-আর্দ্র বাতাসের মুখে বারতা পেয়েছি তোর ;
তবু ছিল মনে সংশয়—
পাগল হাওয়ার এমন কথাটা বুঝি-বা সত্য নয় !
শুভ্র রোদের সাদা আলিপনা উঠানে পড়িতে ধীরে,
বুঝিনু জননি, সন্তান-গৃহে আবার এলি মা ফিরে' ;
তবে, কোথায় লুকালি বল্—
এতদিন পরে এলি যদি মাগো, কোথা শিখে' এলি ছল ?

সারা দিনমান আর
পাইনিক আমি খুঁজে-খুঁজে-খুঁজে' কোন সন্ধান যার !
শুধু, বারেক দুপুর বেলা,
যবে রোদে আর মেঘে নদীসৈকতে খেলাইতেছিল খেলা,।

একবার যেন চখার কণ্ঠে পেয়েছিনু তাঁর সাড়া—
মন্দিরে-ঘরে মিছা খুঁজিলাম, ঘুরিলাম সারা পাড়া।
ওগো, কেমন যে তুই মা—
এই তোরে পাই, নয়ন পালটি' এই আর পাই না!

এইবার পেনু তোরে,
সন্ধ্যা-রঙীন শিউলির আড়ে লুকাবি কেমন করে'?
আবার লুকাতে চাস্?
ঐ যে দুলিল পুষ্পিত শাখা, ঐ যে পড়িল শ্বাস!
আঁধার ঘনায়, তবু দেখা যায় দোপাটির ফাঁকে-ফাঁকে
মা তোর সাড়ীর পাড়ের প্রান্ত—আর ফাঁকি দিবি কা'কে?
ঘুরিতে বেড়ার ঘের,
টগরের মুখে হাসিটি রাখিয়া কোথায় লুকালি ফের!

তোর—রক্ত-চরণতল
মনে হ'ল যেন ছুঁইলাম বুঝি, মুদিল কমলদল!
ব্যথায় ফিরাব মুখ—
সন্ধ্যা-হাওয়ায় পরশিলি গায় জ্যোৎস্না-চীনাংশুক;
অমনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া হেরিনু পঞ্চমী-রাকা-চাঁদে—
মা তোর মুখের মোহন ভঙ্গী আধ-ঢাকা বাঁকা ছাঁদে;
তারা-ঘেরা কেশভার
মেঘের গা দিয়া গড়ায়ে পড়েছে দূর দিগন্তপার!

মা তোর একি এ ভাব ?
এই হেরি তোর রূপ, ফিরে' দেখি অরূপ আবির্ভাব !
অরূপ লুকায় রূপে,
রূপ ও অরূপ মিলায় আবার অপূর্ব্ব অপরূপে !
দশদিকে তোর হেরি রূপরাশি, কোন দিকে নাহি পাই !
স্বরূপের মাঝে মন ও চক্ষু ডুবে' যায়—ডুবে' যায় !
একবার কাছে আয়,
দেখা দে মা আজ—দেখা দে মা আজ মূর্ত্তির মহিমায়।





কোজাগর-লক্ষ্মী

শঙ্খ-ধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পাল্‌টি মেলে'
জ্যোৎস্না-তরি বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
ক্ষীরোদ-সাগর-ছেঁচা চাঁদের টীপ্‌টি দেখি ললাটপটে,
কুমুদমালার বরণডালা লুটায় তব চরণতটে,
কাশের কোলে চামর দোলে, ছত্র শোভে ছাতিম ফুলে,
আসন তোমার পাতা দেখি শুক্তি-গাঁথা নদীর কূলে—
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটীর-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরি বেয়ে এসে মুক্তা-ধবল ধরার পারে ?

কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তাঁর মূর্ত্তি নাহি ?
যে বলে সে নয়ন মেলে' আজকে রাতে দেখুক চাহি'।
দেখুক এসে অবিশ্বাসী আমার মায়ের রূপটি কিবা,
চরণে তাঁর লুটায় কিনা লক্ষ চাঁদের রৌপ্য-বিভা !

কোজাগরের লক্ষ্মী হের—এলেন আজি মূর্ত্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্য-বতি ;
গাঁথ মালা শুভ্র ফুলে সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে' ধর ;
আত্মা 'পরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।

প্রণাম কর—উর্দ্ধে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে'
মায়ের আশীষ-কিরণ-ধারা মাথার 'পরে পড়্ছে ঝরে' ;
চক্ষুমনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্ত্তিখানি—
দেখ্‌রে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরাণী।





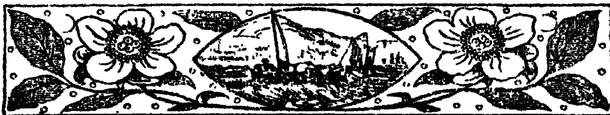
✓ বিধবা

আঁচলে-ঝাঁপা দীপের মত তনুটি বেড়ি' দুকূলে,
রুক্ষ কেশ এলায়ে পিঠে-বক্ষে—
কে তুমি দেবি, দেখাও আলো তুলসীবেদীদেউলে
নিত্য সাঁঝে নীরব নত চক্ষে ?
নামায়ে দীপ যুক্তকরে কিসের তব মিনতি,
চাওয়ার তব কি আর হেথা আছে গো—
কণ্ঠ বেড়ি' টানিয়া বাস কাহারে কর প্রণতি,
দেবতা নিজে তোমারি কৃপা যাচে গো !

তুলসীতরু শিহরি' উঠে তোমার করপরশে,
দীপের শিখা কাঁপে তোমার দৃষ্টিতে ;
সন্ধ্যাতারা তোমারে হেরে' জ্বলে সে হের হরষে,
মন্দ বায়ু মুরছি মরে স্বস্তিতে ;
দিগ্বলয় হের তোমারি গেরুয়াবাসে সজ্জিত,
আকাশ হের করুণক্ষম কান্ত,
মুখরা ধরা মৌন তব হেরিয়া হের লজ্জিত,
সন্ধ্যাদেবী তোমারি মত শান্ত !



"কণ্ঠ বেড়ি' টানিয়া বাস কাহারে কর প্রণতি,
দেবতা নিজে তোমারি কৃপা যাচে গো!"



জীবন ও মৃত্যু

জন্মের মাঝে মৃত্যুর বাস,
　　সুখের মাঝারে দুখ ;
ওরে মন, তুই জেনে-শুনে' তবু
　　কেন বিষণ্ণ মুখ ?

ফুলের কোরকে ফলটি হেরিয়া
　　ব্যথা পেয়েছিস্ কবে ?
জীবনের মাঝে মরণে দেখিয়া
　　নয়ন মুছিতে হবে !

চন্দ্র সূর্য্য অস্ত যায় সে,
　　আবার ফিরিয়া উঠে ;
ফলটি ফলায়ে ফুল ঝরে' যায়,
　　সেই ফলে ফুল ফুটে !

দিবসের শেষে রাত্রি আসেই—
দিন আর ফিরেনা কি ?
তোরি সে মৃত্যু-রাত্রির শেষে
দিবস রহিবে বাকী !

মৃত্যুর মানে শেষ নয় শুধু—
নব-জীবনের সূত্র ;
দুঃখের কোল ভরি' দেখা দেয়
আনন্দ-বরপুত্র !

রে অবিশ্বাসী, সৃষ্টির বিধি
তোরি তরে হবে ভিন্ন ?
বিশ্ববিধানে চুনে-চুনে' নে রে
এক-ই সে চরম-চিহ্ন।

জীবন-মৃত্যু তাঁহারি সে দান,
তাঁরি দান সুখ-দুখ ;
ওরে মন, তুই সেই বিশ্বাসে
বেঁধে নেরে আজ বুক।

সুখ ও দুঃখ—চড়া আর খাদ
উঠে নামে ঘুরে-ঘুরে'—
বেজে' উঠে তায় পূর্ণ রাগিণী
জীবন-যন্ত্র-সুরে !



বাসনা

এই বাসন্তী বাতাসের মতন
প্রাণ কেন মোর হয় না ;
কেন এপার হ'তে ওপার, সারা
ভুবন ভরি' বয় না ?
এই মনোবনের পুষ্পগাছে
যা কিছু মোর গন্ধ আছে—
সবার কাছে বিলিয়ে দিবার
ভার কেন সে লয় না !

ধনীর যেথা বিরাম-ভবন
ভক্ত যেথায় পূজে,
দুঃখী যেথা বিছায় শয়ন
প্রণয়ী প্রেম খুঁজে—
সেই সবার সেবার সেবক হয়ে
সফল কেন রয়না !
কেন উদারতায় উদাস হয়ে
সকল বাধা সয় না !



মজুর

বৃদ্ধা পৌষ শীত-জর্জ্জর, শিরে কুহেলির জটা,
মিট্‌মিট্‌ করি' মেলিয়া আকাশে ঝাপ্‌সা দৃষ্টি কটা ;
প্রভাতে প্রদোষে লতা-পাতা-ঘাসে শিশিরের জাল বোনে-
কভু উদাসীন রোদে পিঠ দিয়া বসি' রয় আন্‌মনে।

বিড়্‌বিড়্‌ বকি' লাঠি ঠক্‌ঠকি' কভু ঘন নাড়ে মাথা,
খস্‌খস্‌ করি' অমনি খসিয়া পড়ে সে গাছের পাতা ;
কভু ক্রোধে সারা যেন জ্ঞানহারা, নাসিকায় শ্বাস পড়ে—
বিশ্বজগৎ উত্তরবায়ে থর্‌থর্‌ করি' নড়ে !

এল শীতকাল—খেজুরের গাছে ভাঁড়টি হয়েছে বাঁধা,
আঙিনার কোল ভরিয়া ফুটেছে গৃহের দুলাল গাঁদা ;
সকালে কুয়াসা বৈকালে ধোঁয়া, সাথে উত্তর বায়,
মাথার উপরে সারি দিয়া সাঁঝে হাঁসেরা উড়িয়া যায়।

এ হেন সময়ে গ্রামের প্রান্তে বেদেদের ছাউনিতে
সহসা উঠিল মহা কোলাহল, কেহ নারে থামাইতে ;
রাজার পাইক শুনায়েছে আসি' বেজায় হুকুম কড়া,
বর্ব্বরদল তাই চঞ্চল, কণ্ঠ হয়েছে চড়া !

কয়দিন হ'ল এসেছে ইহারা, ছাউনি ফেলেছে মাঠে,
সেই হ'তে ভয়ে মেয়েরা একেলা চলেনা দীঘির ঘাটে ;
গৃহী-গৃহস্থ শশব্যস্ত ঘটি-বাটি সাবধানে,
জননীরা ভয়ে আগলায় শিশু প্রমাদ গণিয়া প্রাণে।

পুরুষ ও নারী—সতেরটি লোক বুড়া-বেদিয়ার দলে—
সতেরটি লোক মাথা গু'জি' রয় তিনটি তাঁবুর তলে ;
সাতটি অশ্ব, ন'টি গর্দ্দভ, বারোটি ছাগল, আর
'রজু' বলিয়া ছাগশিশু এক সঙ্গের সাথী তার।

জাতিতে বেদিয়া, পেষা সে ভ্রমণ—ভ্রমণই জীবনযাত্রা,
দেশে দেশে ফিরে, যতদিনে যার ফুরায় আয়ুর মাত্রা ;
গৃহধনজন—যা কিছু সঙ্গে, হাতিয়ার শুধু সাথী—
দীর্ঘ বরষা, তারি ভরসায় কাটায় দিবসরাতি।

ক্ষুধার খাদ্য বনের জন্তু, অন্নের নাহি ঠিক,—
কভু মিলে কভু মিলেনাক যাহা—গণেনা তা' নির্ভীক ;
চিরযাযাবর সদা যার বাস অরণ্য মাঝখানে,
হাতের লক্ষ্য মিলায় ভক্ষ্য, শুধু তাই তারা জানে।



জাতিতে বেদিয়া, পেষা সে ভ্রমণ—ভ্রমণই জীবনযাত্রা,
দেশে দেশে ফিরে, যতদিনে যার ফুরায় আয়ুর মাত্রা।

চিত্রকর—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

সবে দুবছর ঘোরেনি এখনো, ফিরে' এই গ্রামে আসা,
শ্মশানের পারে বাতাড়ের ধারে তেমনি বাঁধিয়া বাসা ;
পল্লী যুড়িয়া শঙ্কিত-হিয়া—সন্দেহ-কাণাকাণি,
বুড়া জমীদার ভাবে—এ আবার কি পাপ এল না জানি !

বিশেষতঃ সেই বহুবাল্যের স্মৃতি মনে পড়ে ঘুরি'—
পিতার চিন্তা মাতার কান্না—বাড়ী হ'তে ছেলে-চুরি ;
সেই খোঁজ সেই খানাতল্লাসি, সন্দেহ কত-মত—
বহুদিন ধরি' পুলিশের সেই শাস্তি-শাসন যত !

সে ত বহুকাল ; আধশতাব্দি গিয়াছে তাহার পরে,
সেকালের লোক বিলুপ্তশোক গিয়াছে লোকান্তরে ;
তবু সেই হ'তে সন্দেহ এক আছে সবাকার প্রতি—
সাধু সন্ন্যাসী বেদিয়া ফকির—ভেদ নাই এক রতি।

আরো সে কারণ, বৃদ্ধের দলে 'ঘুর্ণী' বলে' যে মেয়ে
ছাগল নাচিয়ে পথে-পথে ফিরে তুর্কী গজল গেয়ে—
জমীদারসুতা 'ঝরণা'র সাথে মিল আছে নাকি তার !
দুজনে যাহারা দেখেছে, তাহারা তাই বলে বারবার।

যাউক সে কথা—নাহি যার মাথা, নিকাশ যাহার নাই,
সে সকল এবে ভাবিয়া কি হবে ? এখন যাহা উপায়—
কোনমতে সব দূর করে' দেওয়া আপন এলাকা হ'তে ;
আজই দরবারে উপায় তাহার হইবেই কোনমতে।

সূর্য্য তখন অস্তে ব্যস্ত ঝাপ্‌সা মেঘের পারে,
ইক্ষুর আটি লইয়া কৃষক ফিরিছে বনের ধারে ;
সারি-দেওয়া-দেওয়া লঙ্কার ক্ষেতে আঁধারে লুকায় লাল,
হিমে-ভিজা-ধূলা পল্লীর পথে ফিরিছে গরুর পাল।

শিকার সারিয়া পুরুষ যোয়ান ফিরিছে বেদের ঘরে,
রমণীরা ফিরে ডালা-কুলা বেচি' 'বাথানপাড়া'র চরে ;
কেহ বা ফিরিছে 'বাত ভাল করি', কেহ-বা মন্ত্র পড়ি'
প্রণয়-রোগের ওষুধ বিলায়ে, বিকায়ে শিকড়-জড়ি।

'দড়াবাজি' সেরে' ছোকরার দল ফিরে কাঁধে বহি' বাঁশ,
'ধনেশ' পাখীর তেলের বদলে আনি' বসনের রাশ ;
শেয়ালের শিং, বাদুড়ের জিভ্, কালো-নেউলের দাঁত
বিক্রয় সারি' প্রৌঢ়া জনৈক ফিরিল—তখন রাত।

ঘাগ্‌রাটি আঁটা, কেশে বাঁধা জটা, কাঁচলিটি কসা বুকে,
হিল্লোলে-ভরা দেহবল্লরী নোয়ায়ে সকৌতুকে
ঘুর্ণী তাহার ঘুন্টির হার বাঁধিছে ছাগের গলে—
বুড়া মঞ্জুর—আঁখি স্নেহাতুর, হেরে বসি' ভূমিতলে।

এমনি সময় জমীদারদূত চারিজন লাঠিহাতে
আসিয়া দাঁড়াল—রাজার হুকুম যাইতে হইবে সাথে ;
কড়া আঁখি আর চড়া কথা ক্রমে বিবাধ বাধা'ল শেষে—
বুঝায়ে-থামায়ে উঠিল বৃদ্ধ—লাঠি হাতে মৃদু হেসে।

রাজা মহাশয় যেথা বসি রয় সন্ধ্যার দরবারে,
বুড়ারে লইয়া হাজির করিল, প্রহরী দাঁড়াল দ্বারে ;
বুড়া মঞ্জুর বিস্ময়াতুর নোয়ায়ে পলিত শির
মৃদু হাসি ধীরে কুর্ণিশ করে' দাঁড়ায়ে রহিল স্থির।

চিবায়ে তখন রাজা ধীরে কন—মঞ্জুর তব নাম ?
বেদিয়ার দলে কতদিন বাস, কোথায় আদিম ধাম ?
প্রতি বৎসরই আস হেথা দেখি—মৎলোভখানা কি ?
চুরি পেশা বটে ? দলেবলে সব পুলিসে ধরায়ে দি !

কি বলিবে বল, নতুবা শিকল পড়িবে এখনি পায় ;
তবু কথা নাহি, নতমুখে চাহি' বুড়া রহে নিরুপায় !
নির্ব্বাক দেখি' রাজা কহে, একি ? ত্বরিৎ জবাব চাই—
পুলিস কিন্তু আনিব এখনি—সত্য যদি না পাই।

জীবনে কখনো মিথ্যা বলিনি, আজি বা বলিব কেন ?
তোমা চেয়ে রাজা আমার বয়স কম নয় তাহা জেন' ;
তবু আজ যেন সত্য বলিতে কণ্ঠ উঠিছে কাঁপি'—
কেন অকারণ শুধাও রাজন, আমিও তা' রাখি চাপি'।

শুধু এইটুকু বলিবারে পারি, নাহি কোন অপরাধ ;
আজি গৃহহীন, ছিল একদিন—বিধাতা সেধেছে বাদ !
ভালই হয়েছে সব দেশ দিয়ে এক দেশ নিল কাড়ি'—
যে ক'দিন বাঁচি, যেখানেই থাকি—সেই মোর ঘর-বাড়ি।

৩

পাকা জুয়াচোর হবে নিশ্চয়, তত্ত্বের কথা বলে—
প্রশ্ন যা করি জবাব দেয় না, আর এক পথে চলে!
দুটি সোজা কথা চাহি শুধু আমি—বল্ তুই শুধু কে—
ছাগল নাচিয়ে পথে-পথে ফিরে, কে বা হয় তোর সে?

শোন তবে আজ, শোন মহারাজ—যে কথা বলিনি কা'রে,
বিচারের ভয় করিনা তোমার—সে হবে আরেক দ্বারে;
শুনেছি যা কাণে, বলি তাহা এখানে—আমি তোরি বড় ভাই-
বেদিয়ার দলে চুরি গিয়াছিনু—কবে তাহা মনে নাই!

সর্দ্দার বলি' মানিতাম যারে,—তারি মুখে এক দিন
শুনেছি এ কথা; সত্য-মিথ্যা জানেনা ভাগ্যহীন!
ঐ মাঠে আর এই শীতকালে, দশটি বছর আগে
শুনিয়াছি ইহা; গিয়াছে সে চলি'—কথা তার মনে জাগে!

নিজ পরিচয় কি যে বিস্ময় বেদনা জাগাল প্রাণে,
আমি জানি আর অন্তরযামী যদি কেউ থাকে, জানে।
তারি পর থেকে লুকাইয়া দেখে' শিখিয়াছি লেখাপড়া,
আর তা কি হবে? জীবন-নদীতে জাগিছে মরণ-চড়া!

এই বাড়ীঘর লোকলস্কর আমারও পারিত হ'তে,
তা'না হয়ে কিনা বর্ব্বর হয়ে চলিয়াছি কোন্ পথে!
সেই হ'তে ভাই, মনে সুখ নাই; তবু ঘুরে-ঘুরে' আসি—
দূরে থেকে তবু অজানা আপনে দেখি—তাই ভালবাসি।

আর ক'টা দিন ? চুকিয়াছে ঋণ—যাব আর এক দেশে,
মনে হয় সেই সন্ধ্যার হাওয়া লাগিছে ললাটে এসে !
এ জীবনে ভাই, কভু কোন দিন দাঁড়াইনি তোর পথে—
এক অনুরোধ—প্রথম ও শেষ, রাখ ভাই কোনমতে।

সহসা সেথায় কোথা হ'তে এল পরীর মতন মেয়ে—
ছাগশিশু নিয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে—ঘূর্ণী সে, দেখি চেয়ে !
কাঁদি' কয় বুড়া—ছিল একজন, সেও ছেড়ে গেছে মোরে,
যাবার সময় বেঁধে রেখে গেছে—ঐটুকু মায়াডোরে।

থামিল যখন, রাজার তখন জ্ঞান এল যেন ফিরে'—
বেদের দুহিতা মাঝে যেন হেরি' আপন দুহিতাটিরে !
তাড়াতাড়ি উঠি' কাছে এল ছুটি'—পুনরায় গেল ফিরে' !
রাজ-দরবার হ'ল চুরমার—কবাট পড়িল ধীরে !

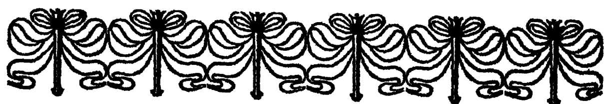
সেদিন রাত্রে ভারি দুর্যোগ, জলঝড় সারারাতে ;
একে শীতকাল, তায় কন্‌কনে উত্তর বায়ু সাথে।
ভীষণ আঁধার—ঢাকা চারিধার নিরন্ধ্র কালো মেঘে,
বজ্রের ডাক—প্রলয়ের শাঁক মেঘেতে উঠেছে জেগে'।

বুড়া জমীদার করে হাহাকার, নিদ্রা নাহিক চোখে ;
থেকে-থেকে কয়—আর কিছু নয়, কি বলিবে সব লোকে !
ঘুরে-ফিরে' আসে ঝরণার পাশে, চুপ করে' দেখে মুখ—
কন্যা বলিয়া কেঁদে উঠে হিয়া, গুরুগুরু করে বুক !

রাত্রি তখনো রয়েছে—যখন বাহিরিলা একা পথে,
প্রহরীরা সব সাথে যেতে চায়, ফিরাইলা দ্বার হ'তে।
ঝটিকা তখনো হাঁকে ঘনঘন—ধরিয়া এসেছে জল ;
বিদ্যুতালোকে পড়িল সে চোখে অদূরে শ্মশানতল !

অতি দ্রুত পায়ে উতরিল বাঁয়ে, প্রান্তর-পরপারে—
দাদা বলি' জোরে চীৎকার করে' ডাকিল বনের ধারে—
—কেবা কোথা হায় ! চিহ্নও নাই ! আবার আসিল জল ;
মাথার উপরে হাসি' হা-হা করে' উড়িল হাঁসের দল !





সন্তানক

সেদিন সাঁঝে ছিলনা কাজ হাতে,
জানালাপথে বাহিরে ছিনু চেয়ে ;
প্রাঙ্গনেতে মালীর ছেলে সাথে
খেলিতেছিল আমারি ছোট মেয়ে।

দুইটী সাথী—বয়স প্রায় সমান,
ঐ টুকুনই দুটির মাঝে মেলে ;
তফাৎ সবি, হয়না দিতে প্রমাণ—
আমার মেয়ে—আর সে, মালীর ছেলে!

হোক্‌গে যাক্, খেলা বই ত নয়,
অন্য লোকে জান্‌বে বা কি করে' ?
সন্ধ্যা হলেই ভাঙ্‌বে পরিচয়,
মালীর ছেলে ফিরবে তাদের ঘরে।

কিন্তু দেখি, এও ত লাগে বেশ—
দুটি যেন আপন ভায়ে-বোনে
খেলায় মেতে, নাইক ভেদ-লেশ—
সকল ভুলে' খেলে আপন মনে!

ভালবেসে এ ওর ঘাড়ে চড়ে,
মধুর হেসে ও এরে টানে কোলে,
ইহার কেশে ঘাসের মালা পড়ে,
বক্ষদেশে উহার হার দোলে!

বড় মধুর শিশুর ছেলেখেলা—
বড় মধুর কাঁচা-মুখের হাসি!
কেন ফুরায় এমন সুখের বেলা—
কেন শুকায় এমন ফুলের রাশি?

চাইতে চক্ষু আর্দ্র হয়ে আসে—
কে মিলালে অমিলের এই মিল!
ধনীর ছেলে গরীব ভালবাসে,
কে খুলিল অসম্ভবের খিল?

এ কি! আবার মারামারি এ কি?
ও কি! আমার খুকীর গায়ে লাথি!
সে অপমান আমি চেয়ে দেখি—
খেলিস্ বলে' তুই কি তাহার সাথী?

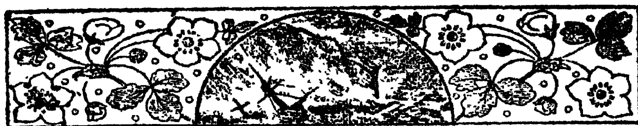
বিষম রেগে ডাকিয়া দরোয়ানে,
হুকুম দিনু ধরিয়া আন্ ওরে ;
নিমেষ মাঝে বাঁধিয়া তারে আনে –
দাঁড়াল আসি' মুখটি নীচু করে'।

চাবুক লয়ে মারিতে গেনু যেই,
খুকী—সে আসি' আছাড়ি' পড়ি' পায়ে
কহিল কাঁদি'—উহার দোষ নেই,
আমিই আগে মেরেছি ওর গায়ে।

ভুলিনু রোষ কন্যাপানে চেয়ে—
স্বর্গ যেন উঠিল ফুটি' চোখে !
অশ্রু এল নয়ন'পরে ছেয়ে,
বাক্যহীন রহিল যত লোকে।

নিমেষে ভুলি' মান ও অপমান,
দুজনে টানি' নিলাম দুই কোলে—
আমারি চোখে চাহিল ভগবান,
আমারি বুকে 'সন্তানক' দোলে !





মায়ের মন

দক্ষিণাগত সুমন্দ বনবাতে
সর্-সর্-সর্ কাঁপে যথা বেণুবন,
পথিক-নয়ন মোহি' শ্যাম সুষমাতে—
তেমনি আবেগে কাঁপে সদা মার মন !

দক্ষিণবাহী আকুল মলয়বায়
বেণুবনশাখা যেমন অধীরে কাঁপে,
পুত্রে যদি সে সুপুত্র নাহি পায়—
শঙ্কাদোলায় মা তেমনি দিন যাপে !

গিরি-নির্ঝর—বারণ সে মানেনা যে,
যত ছুটে—তত আবিলতা আরো জোটে ;
যত সন্তান ধরে সে ধরণীমাঝে—
মার আকুলতা তত আরো বেড়ে' ওঠে।

গায় বুল্‌বুল্—সুস্বরে ফেলে ছেয়ে,
সুরের সুধায় ভরিয়া তুলে সে কান ;
সহস্রগুণে সুমধুর তারো চেয়ে
মার কাছে তার পুত্রের যশোগান

(চীনা কবিত

ফাল্গুনে

গ্রীষ্ম গিয়েছে ঠাণ্ডা জল আর পাখা নিয়ে,
বর্ষা—সে গেল ছাতা আর জুতা ছিঁড়ে' ;
পূজার মাসটা কি করে' যে গেল কোথা দিয়ে,
অঘ্রাণ গেল বিবাহসভার ভিড়ে ;
দারুণ শীতটা কোথা দিয়ে সে যে হ'ল কাবার—
হাজারো হুজুগ রেখেছিল যেন ঘিরে',
একটু সময় পেতে না পেতেই একি আবার—
চেয়ে দেখি ফের ফাগুন এসেছে ফিরে' !

সারা বছরটা গিয়েছে নানান্ ত্রুটীতে,
নানা হাঙ্গামে, নিজেরো অনেক দোষে ;
সময় করিয়া পারিনিক ভাই জুটিতে—
তা বলে' কি মুখ বাঁকায়ে রহিবে রোষে ?
এসেছে ফাগুন, এসেছে আবার মধুমাস,
আম্রমুকুলে আঙিনা যে গেল ভরে' ;
জগতের মুখে হেরিছনা, ফুটে সুধাহাস—
এ সময়ে কেহ থাকে মুখভার করে' ?

পলাশের বন ফুলে-ফুলে হের ফুলন্ত,
বুলবুল তায় বুলে'-বুলে' হ'ল সারা ;
চৈতালি ক্ষেতে রূপের আগুন জলন্ত,
সৌরভে হ'ল মৌমাছি মাতোয়ারা ;
শুষ্ক শিমুল—সেও আনন্দে মস্‌গুল,
রাঙা হাসিধারা ঝরিতেছে শাখা বেয়ে ;
ভাঙা বেড়াখানি—তারো গায়ে উঠে' ঝিঙাফুল
মঞ্জরী দিয়ে জীর্ণতা দিল ছেয়ে !

দোষ হয়ে থাকে—দখিণে বাতাসে ক্ষমা কর,
উদারতা আজি স্বাভাবিক সারা ভুবনে,
গত অপরাধ নিয়ে যদি মিছে দোষ ধর—
আজিকে সে ত্রুটী কলঙ্ক রবে জীবনে !
আকাশ বাতাস—সবি হের আজ প্রসন্ন,
বসন্ত আজ এল আনন্দ নিয়ে ;
সে আনন্দেরে করোনাক বঁধু বিষণ্ন,
আপন মনের কালিমার ছায়া দিয়ে !





কাঞ্চন

গোলাপ যখন বিদায় নিয়েছে শীতের বাসর থেকে,
কুসুমকুঞ্জে ভেঙেছে মাঘের মেলা ;
চৈত্রের সভা পাঠায়নি যবে পুষ্পবালারে ডেকে—
গরবী করবী, বিরহিনী বন-বেলা ;—
ফাল্গুন-সাঁঝে ধীরে আসে—ও সে কে ?
সঙ্কোচে নত রাঙা কাঞ্চন যে !

আসনিক তুমি রাণীর গরবে কুঞ্জ-সিংহাসনে,
গন্ধে আননা পথিকেরে কাছে ডাকি' ;
চম্পা-গরিমা নাহিক তোমার মুকুলিত স্মিতাননে,
তীব্র মদিরা পরাগে রাখনা ঢাকি' ;
তুমি শুধু কহ—আর কেহ যবে নাই—
শ্রান্ত পথিক, তবু আমি আছি ভাই।

রূপটি তোমার উজ্জ্বল নহে আঁখি ভুলাবার মত,
—তরুণী কিশোরী মুদিত বাসররাতে ;
মৃদু সৌরভ বহি' আনে মনে অতীতের কথা যত,
অশ্রুবাষ্প ছেয়ে আসে আঁখিপাতে ;
ফিরে আন' মনে হারাণ' হৃদয়ধন—
নাসিকার আগে ভরে' উঠে মোর মন !

মনে পড়ে সেই শান্ত প্রভাতে করেতে শূন্য সাজি,
ব্যাকুলা বালিকা তাকায়ে তোমার পানে ;
লুব্ধ হৃদয়, সাধ্য নাহিক আহরিতে ফুলরাজি,
মৌন মিনতি আঁকা যেন দুনয়ানে ;—
তাড়াতাড়ি তুলি' দিতে গেনু যেই ফুল,
ছুটিয়া পালা'ল দুলায়ে কর্ণ-দুল।

আরো একদিন—স্তব্ধ দুপুর, ঝাঁঝাঁ করে চারিধার,
পল্লব তব দুলিছে তপ্ত বায়ে ;
ধূলামাখা শিশু তরু'পরে বসি', কানে গোঁজা ফুল তার,
নামিতে জানেনা—ঠেকেছে বিষম দায়ে !
নীচে মা তাহার, ভয়েতে আত্মহারা ;
নামায়ে দিলাম—জননী কাঁদিয়া সারা !

এইমত কত ছোটখাটো যত শৈশব-অভিনয়,
ভুলেছিনু যাহা—অথবা ভুলিতে বাকী ;
মৃদু বাসে তোর সেই সব কথা ফিরে'-ফিরে' মনে হয়,
পার-হওয়া পথে ঘুরে' মরে মনোপাখী।
ফুল ন'স্ তুই—রঙীন স্মৃতির আলো—
তাই তোরে আজি আরো সে বেসেছি ভালো।

কোনো কবি তোর নাম করেনাক, রে চির-অনাদৃতা,
অনাস্বাদিত চিরদিন তোর মধু ;
তুই থাক্ মোর পূজারি প্রাণের সুগোপন-বন্দিতা—
বঙ্গগৃহের অন্তঃপুরিকা বধূ ;
মৃদু সৌরভে ভরি' অঙ্গনতল,
চিরগৌরবে থাক্ চির উজ্জ্বল !





সন্ধ্যামণি

যবে ঝিল্লীমুখর সন্ধ্যাধূসর
পল্লী-প্রাঙ্গনে,
ফিরে তরুণী বাজায়ে জলতরঙ্গ
কলসে-কঙ্কণে ;
যবে দিনান্তপরে গাভী ফিরে ঘরে
ক্লান্ত রাখাল সাথে,
ম্লান দিগন্ত-আলো নিবে' আসে যবে
ধরণীর আঁখিপাতে ;
আমি সেই সন্ধ্যার সন্ধ্যামণি গো,
আঁধারে ফুটাই ফুল—
এই গন্ধহীনার জন্মদীনার
জীবনের ত্রুটি ভুল !

পাশে মধুমালতীর নববল্লরী—
হরষে ফুল্লা সে;
পুর লক্ষ্মীর কর-পরশ আশায়
কাঁপে সে উল্লাসে!
সে যে হোথা তারি পাশে কতবার আসে
কত ছলে কত বেশে—
কত সোহাগে আদরে বুকে তারে ধরে
পরি' লয় তুলি' কেশে;
আর আমি হেথা তার ত্বরিত-চকিত
চলে'-যাওয়া হাওয়া লাগি'—
সেই লজ্জা-বেদনা বক্ষে চাপিয়া
সারারাত কেঁদে জাগি!

ওগো তোমরা যে কেহ বুঝিবেনা মোর
মরম-যন্ত্রণা—
কি যে চির-বিধবার শয্যার পাশে
প্রণয়-মন্ত্রণা!
আমি কি দুখে যে জাগি বিরহী রাধার
হিয়ার বেদনা নিয়া,
যবে বঁধুয়া তাহার আন-ঘরে যেত
ঘরেরই আঙিনা দিয়া!

ওগো আঁধার—সাঁঝের আধার, তুমি যে
তেমন আঁধার নও !
আমি কোথায় লুকাই, কেমনে লুকাই ?
তাহার উপায় কও ।

তুমি সন্ধ্যা আমার সঙ্গী—কেন না
প্রলয়-অন্ধকার—
এই মুকুলিকা নব কলিকা-জীবনে
গন্ধ বন্ধ যার !
কালো সন্ধ্যার কোলে জন্ম, তাই সে
নামটি সন্ধ্যামণি—
ভালো মণি-কলঙ্ক ভালে লেখা তার,
বুকে যার কালফণী !
হায় বিশ্বভুবনে কোথা কোন্ খানে
আছে মোর দুখ-সাথী—
আমি কেমনে কাটাব তীব্র বেদনা-
দীর্ঘ জীবন-রাতি ?

ওকে ! ছায়ার মতন আনত-আনন,
কে তুমি কুণ্ঠিতা—
কেও ! তুলসীর মূলে দীপটি রাখিয়া
ধূলায় লুণ্ঠিতা ?

তুমি মোরই মত বুঝি জন্মদুখিনী,
বেদনার দরদিয়া—
বুঝি বঙ্গ-বিধবা তুমি সে বন্ধু,
আমার পরাণ-প্রিয়া !
হের আঁধার আকাশে ঘনায় রাত্রি,
দিক্‌ নাহি যায় দেখা—
এস এ ঘন-তিমিরে কেঁদে জাগি রাত,
তুমি আর আমি একা।





নববর্ষা

বৎসরে আজি প্রথম বৃষ্টি, আয় তোরা নরনারী,
নবীন মেঘের মুক্ত দুয়ারে দাঁড়া আজি সারি-সারি ;
এ বৃষ্টি শুধু বর্ষণ নয় এ যে আনন্দ-ধারা মধুময়,
ধরণীর শুভ-অভিষেকে আজি ঝরিছে নীরদ-ঝারি—
বৎসরে আজি প্রথম বৃষ্টি—ছুটে আয় নরনারী ।

মৃত্তিকা মা'র বুকের দুলাল, কৃষাণেরা তোরা আয়,
মেঘের কণ্ঠে বাজিছে বিষাণ, শুনিতে কি পাস্ নাই ?
কৃষক-বধূরা কোথা তোরা আজি কুটীর বাহিরে ছুটে' আয় সাজি—
তোদেরি ডাকিয়া উঠে বাজি' মেঘ মল্লার-বেদনায়,
আভরণ-হীনা, শিশু-আভরণে সাজি' আয় আঙিনায় ।

গোহাল আজিকে শূন্য করেদে, ধেনুদের দেরে ছাড়ি,'
পুণ্য লাঙলে বৃষ্টি লাগারে গৃহকোণ হ'তে পাড়ি' ;
অঙ্গন-কোঁণে ছাগশিশুগুলি এখনো তাদের দিস্ নাই খুলি
মুক্ত করেদে—মাতিয়া তাহারা বেড়াক্ সকল বাড়ি ;
উৎসবদিনে বন্ধন কেন ? সবারে দে আজ ছাড়ি' ।

শিশুদের আজ কে করে রুদ্ধ ? জননীর নহে কাজ ;
জগৎ-জননী নিজে যে তাদের খেলায় ডেকেছে আজ।
বৃষ্টির ধারা অঙ্গের সাথী নয়ন মাতায় বিদ্যুৎপাঁতি,
পাগল পবনে মন উঠে মাতি', কর্ণের সাথী বাজ—
বিশ্বজননী আপনি তাদের খেলায় ডেকেছে আজ।

রে পুরললনা, ছাড়িয়া দিওনা, প্রিয়জনে বাঁধ বুকে ;
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া আজিকে দাঁড়াও ঊর্দ্ধমুখে।
নববরষার মিলনের গান ভরিয়া তুলুক উৎসুক কাণ,
এক হয়ে যাক্ দুখানি পরাণ অপূর্ব্ব মহাসুখে,—
ঝরিয়া পড়ুক পবিত্র ধারা মিলন-মুদিত মুখে।

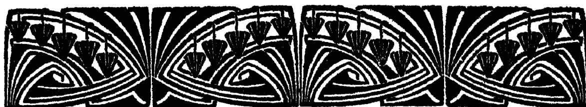
'মালাকাটা' বেড়ি' ঐ যে মালতী, ওরে কি বলিল কে ?
নীরস অঙ্গ সহসা ভরিল যৌবনগরবে !
যুথী-বিধবার রুখু এলোচুলে কে ঢাকিয়া দিল শ্যামল দুকূলে,
কেলিকদম্ব লাবণ্যময়ী কাহার ইঙ্গিতে—
কাননের কোল ভরি' কে তুলিল বরষা-সঙ্গীতে ?

দুলিয়া-ফুলিয়া চলিয়াছে নদী সিন্ধু দরশ আশে,
ঝর্ঝরস্বরে নির্ঝর আসি' মিশিছে তাহারি পাশে ;
বাতাসের মুখে শুধু কলগান, আকাশে উড়িছে মিলন-নিশান,
বিশ্বসাগরে জেগেছে তুফান আনন্দরসাভাসে,
গিরিরে চুমিতে নেমেছে অভ্র ধরারে ধরিতে পাশে।

স্বৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গনে আজ বৃষ্টির হোরিখেলা,—
আকাশে বাতাসে মিলি', আজি মহামিলন-দোলের মেলা!
ঝরে অফুরাণ' ধারা-পিচিকারী নরনারী, সবে দাঁড়া সারি-সারি,
ওরে অভাগ্য, মানিবি কি হারি, ছুটে' আয় এইবেলা—
স্বৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গনে আজি বৃষ্টির হোরিখেলা!

আজি বৎসরে প্রথম বৃষ্টি—ছুটে' আয় নরনারী,
অন্তবিহীন মেঘমণ্ডপে দাঁড়া আজি সারি-সারি;
এ বৃষ্টি শুধু বর্ষণ নয় এ যে অমৃতের ধারা মধুময়,
মর্ত্ত্যের তৃষা মিটাতে আজিকে ঝরিছে স্বর্গবারি—
মাথা নত করে' দাঁড়া আজি সবে তৃষার্ত্ত নরনারী।





পূজা-গৃহে

সন্ধ্যা আরতি—আজি অষ্টমী-পূজা ;
ভক্তের ঘরে এসেছেন দশভুজা।
বাজিছে ঘণ্টা, বাজিছে সঘনে শাঁক ;
কাঁসর ঝাঁঝর বাজিতেছে ঢোলঢাক ;
গুমরি-গুমরি' শানায়ে উঠিছে তান,
গলায়ে-গলায়ে নীরস পাষাণ প্রাণ ;
ধূপের ধোঁয়ায় নিব-নিব' ঝাড়-বাতি,
অগুরুগন্ধে শিহরে শারদ-রাতি।
জোড় করে যত সহস্র নরনারী
ভক্তি-বিভোল দাঁড়াইয়া সারি-সারি।
পশিলাম গৃহে দেখিতে মায়ের পূজা—
ভক্তের ঘরে এসেছেন দশভুজা।

বহু চেষ্টায় লভিনু যেথায় ঠাঁই,
সেখান হইতে প্রতিমার দেখা নাই ;
ঈষৎ সরিয়া যেমনি ফিরাব মুখ,
চোখে পড়ে' গেল দুটি আঁখি উৎসুক-

করুণ শান্ত স্নিগ্ধ অচঞ্চল—
নীরব পূজার যেন দুটি উৎপল ;
অনিমেষ—তবু কামনার লেশ নাই,
লালসার শিখা জ্বলেনা যেন সে ঠাঁই ;
নাহি আকাঙ্ক্ষা, নাহি করে কোন আশা,
ভরা আঁখি যেন শুধু কহে ভালবাসা ;
সমবেদনায় উঠিল কাঁদিয়া প্রাণ,
নিমেষে যেন সে নিজেরে করিনু দান !
অপলক চোখ, ঘুরিলনা আর ঘাড়,
চোখের উপরে নিবে' গেল বাতি-ঝাড়,
কাঁসর ঘণ্টা থেমে গেছে সে কখন,
অগুরুগন্ধ আর না বহে পবন।
—এ কি ধিক্কার, এ কি হায় লাঞ্ছনা,
এ কিরে ভ্রান্তি—এ কিরে বিড়ম্বনা !
পূজামন্দিরে পশিনু যে গৃহ ছাড়ি'—
ভক্তি-অর্ঘ্য প্রেম নিল পথে কাড়ি !

ক্ষণেকের পরে মন এল যবে ফিরে'
অপরাধভার হানি' অবনত শিরে,
অনুশোচনার অনল জ্বালিয়া প্রাণে—
অপরাধী আঁখি ফিরানু প্রতিমাপানে-

যাচি' মার্জ্জনা তিতিয়া অশ্রুজলে—
সঙ্কোচে ধীরে চাহিনু চরণতলে ;
সজল নয়ন তুলিনু আননপানে,
কম্পিত হৃদি,—বিশ্বাস এল প্রাণে ;
নাহি রোষ মার নয়ন ইন্দীবরে—
পুণ্যপ্রসাদে স্নেহেরই মহিমা ঝরে !
কিরীটি-আলোক ঠিকরি' আসিয়া ছুটে'
আশীষের মত শিরে প'ল যেন লুটে !
আবার নয়নে নিবে এল বাতি-ঝাড়,
শিহরি' উঠিনু—নোয়ায়ে পড়িল ঘাড় ।
কহিল কে যেন কাণে-কাণে—বাছা মম,
প্রেমে মোর পূজা জানিস্ শ্রেষ্ঠতম ;
পূজার অর্ঘ্য লয় নাই প্রেম কাড়ি',
বহিয়া আগিয়ে দিয়াছে আমারি বাড়ী ;
করেছিস্ ছুয়ে ভিন্ন ভাবি' যে পাপ,
ক্ষমিলাম তাহা—মুছে ফেল্ অনুতাপ ।

চেয়ে দেখি—শেষ আরতির কলরব,
প্রণিপাতে নত নরনারী যত সব ;
নমিলাম ভুঁয়ে ; পুলকাঞ্চিত দেহ—
দুরু-দুরু হিয়া বহিয়া ফিরিনু গেহ ।



ময়না

তোমার তখন জন্ম হয়নি—বারশ’-সাতাশি সাল—
উৎকল দেশে অন্নকষ্ট আনিল পঙ্গপাল ;
সারাদেশ যুড়ি’ শুধু হাহাকার, চাল নাই কারো ঘরে,
জনক জননী ছেলেমেয়ে বেচি’ পারে যদি পেট ভরে !

তাও শেষে যায়, কিনিবে কে হায় ! ধনী নাই সারা দেশে-
যে যেখানে পায় পালাইয়া যায়—প্রাণ দেয় পথে শেষে ;
ছাগ মেষ গরু—রহিল না কিছু ; ক্ষুধা—পৈশাচী ক্ষুধা
মানেনাক কিছু ; লতা-পাতা-ঘাস—তাই ক্ষুধাহরা সুধা !

পথে-ঘাটে-মাঠে, কে করে সংখ্যা—স্তূপাকার শবরাশি,
জীবন্মৃতেরা তারি পাশে মিলি’ টানাটানি করে আসি’ ;
কাড়াকাড়ি—শেষে মারামারি করে’ বাড়ায় মৃতেরি দল,
মারিভয় আসি যোগ দিয়া সাথে জ্বালায় প্রলয়ানল !

শুধু হায় হায়, শুধু হাহাকার, মৃত্যু, মৃত্যুশঙ্কা ;
শূন্য নগরে ঘরে-ঘরে-ঘরে মরণ বাজায় ডঙ্কা ;
কঙ্কালসার প্রেতের আকার জীবন বেড়ায় ঘুরে,
আঁধারপূর্ণ ভীষণ শূন্য পুরবাসিহীন পুরে !

বসন্ত এল শূন্য পুরীতে দক্ষিণ জানালায়,
হাওয়ার পরশে 'আহা'টি বলিতে কোনখানে কেহ নাই ;
নাহি সে প্রকাশ, মাঠে নাই ঘাস—শ্বেত কঙ্কালে ঢাকা,
লতা-পাতা নাই, ফুল ফুটে কোথা—পাখী নাই, কোথা পাখা ?

ভীষণ বন্যা ঠিক সেইবারে যোগ দিল সাথে আসি'—
ধুয়ে-মুছে যেন করিবে লুপ্ত প্রকৃতি সর্ব্বনাশী !
নাশিয়ে-ভাসিয়ে সমস্ত দেশ শ্রাবণ-প্লাবন চলে—
বিনাশ-বিষাণ বাজায় ঈশান বন্যার কলকলে !

বিশ্বের যত বিধি ও বিধান—শেষ আছে সবাকার,
অন্তবিহীন মহাকাল শুধু ধারেনা কাহারো ধার ;
জীবন-মৃত্যু কাহারো ভৃত্য নহেক সে কোনদিন,
কালসিন্ধু—সে কল্লোলি' চলে আনমনা উদাসীন ।

নগরকণ্ঠে 'ঝিন্টি'র ধারে 'মাটিয়া' পাহাড় 'পরে
একটি কণ্ঠ কাঁদিছে ক'দিন সাপুড়িয়াদের ঘরে ;
তিনদিন হ'ল 'ওস্তাদ' সেই গিয়াছে যে বাড়ী থেকে,
ফিরে নাই আর ; হেন লোক নাই—আসে একবার দেখে' !

গিয়াছে বলিয়া—পেটের উপায় না করে' ফিরিবেনাক—
সাপের মাংসে যে ক'দিন পার', কোনমতে বেঁচে খাক !
হায়রে অভাগি ! সত্য ভাবিয়া কেন গেলিনেক সাথে,
সঙ্গে থাকিলে এমন বজ্র পড়িত কি কভু মাথে ?

বিরলবসতি পল্লীপ্রান্তে পূর্ণ-কাতর হিয়া
লুটিতে লাগিল দুয়ারের পাশে শূন্য জঠর নিয়া ;
মাচার উপরে একডালি সাপ গরজিছে নিশ্বাসে,
শতেক-ছিদ্র লাউয়ের বাঁশরী লুটায় তাহারি পাশে ।

দ্বারের অদূরে মাদার গাছের কণ্টকে বুক রাখি’
থেকে-থেকে-থেকে উঠিতেছে ডেকে অজানা পাহাড়ে পাখী
স্তব্ধ দুপরে দূরে গিরি‘পরে উঠে গুম্‌গুম্‌ ধ্বনি ;
গরজায় হাওয়া লুপ্ত করিয়া সর্পের গরজনি !

চালের উপরে রোদ আসে পড়ে’, গিরিশিরে আসে সন্ধ্যা,
হৃদয়রক্ত ফুটাইয়া মেঘে নামে নিশীথিনী বন্ধ্যা ;
ঘনায়ে আঁধার আসে চারিধার বাদুড়ের কালো-পাখা,
চীৎকার করি’ পেঁচায় চেঁচায় ঝটপটি’ বটশাখা !

শেষ-সহচরী বাঁশীটি লইয়া সঙ্গের শুধু সাথী,
বাহিরিলা ধীরে সাপুড়িয়া নারী—তখনো রয়েছে রাতি ;
জগতে যাহার যোড়া নাহি আর, নাহি যার পরাজয়—
ক্ষুধার তাড়ন—না মানে শাসন, ভুলায় সকল ভয় ।

দেশের প্রান্তে বলরামগড়—সিদ্ধ তীর্থ-ঠাঁই—
বৎসর ধরে’ দেবমন্দিরে যাত্রীর শেষ নাই ;
পাঁচ রশি ঘিরি’ নাটমন্দির, শতেক পান্থাবাস,
পঞ্চাশ মণ অন্নের ভোগ নিত্য সে বারমাস ।

সাধু সেবায়েৎ যাত্রী পথিক—নানাদেশ হ'তে আসি'
পায় পরসাদ, নাই প্রতিবাদ; শতাধিক দেবদাসী
রঞ্জন করে চিত্ত সবার নিত্য নৃত্যে-গানে,
তীর্থের নামে আত্মবিকায়ে বিত্তের প্রতিদানে।

এবারের এই অন্নকষ্টে যদিও গিয়াছে ঢের,
বিংশতি মণ দৈনিক ভোগ তবুও গোবিন্দের;
অসীম বিত্তে বাঁধা দেবার্থ—সেবার্থ বহু ধন,
কণিকামাত্র পায় তবু, কভু ফিরেনা অতিথিজন।

চত্বরমাঝে পান্থ-আবাসে, নিশীথ দ্বিপ্রহরে—
দীপালোকহীন আর্দ্র-মলিন নিভৃত একটি ঘরে,
ফিস্-ফিস্ স্বরে প্রহরেক ধরে' চলিতেছে জল্পনা;
তিনটি ব্যক্তি—বয়স কাহারো তিরিশের অল্প না।

মন্ত্রণা এই—গোবিন্দজীর মন্দিরচূড়া হ'তে
স্বর্ণচক্র সরাইতে হবে কালি রাতে কোনমতে;
কার্য্য যাহার—অর্দ্ধেক তার অর্জ্জিত অর্থের,
বাকী দুইজনে তুল্য অংশ—বাকী বিত্তার্দ্ধের।

আঁধার ঘরের কপাট খুলিয়া সঙ্কোচে-সাবধানে,
বাহির হইয়া পরস্পরের কহিলা কি কাণে-কাণে;
পা-টিপিয়া ধীরে বাহিরি' চলিল প্রাঙ্গন-পরপারে,
স্পন্দিত বুকে আসিয়া দাঁড়াল দেবমন্দিরদ্বারে।

নিম্নকণ্ঠে কহিলা জনৈক, দেবপীঠ পরশিয়া,
চন্দ্র সাক্ষী, করহ শপথ মন্দিরে হাত দিয়া—
জগতে একথা তিনজন ছাড়া জানিবেনা কেহ আর—
প্রতিজ্ঞাশেষে তিনজনে ভুঁয়ে করিলা নমস্কার।

স্নিগ্ধপরশ চন্দনরসে সিক্ত করিয়া বিশ্ব
চন্দ্র তখন মন্দির-আড়ে হইলা বিগতদৃশ্য ;
কলঙ্ক শুধু সঙ্কোচসম রহি' শশাঙ্কবক্ষে
মর্ত্ত্যের সেই মহাকলঙ্ক শিহরি' হেরিলা চক্ষে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত অঙ্গন-পথে ফিরিতে বন্ধুত্রয়,
সহসা চমকি' চাহিল ; অদূরে ছায়া বলি' মনে হয় !
সরি' গেল ছায়া মন্দিরপাশে—স্তম্ভ-আঁধার পথে,
নর্ত্তকীবেশী মূর্ত্তিটি যেন মিলাইলা দূর হ'তে।

নিশি-অভিসার—কহিলা 'চণ্ডা'—'ওস্তাদ'-দলপতি ;
সঙ্গীরা হাসি' কহিলা অমনি, দ্রুততর করি' গতি—
দেখাই যাক্ না—ফিরাইলা দোঁহে ভ্রূকুটি-তিরস্কারে ;
চক্রীর দল ফিরি' গেল ধীরে আপন গোপনাগারে।

পূর্ণিমা আজি ; মন্দিরে কিছু আরতির ধূমধাম,
নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত চলিতেছে অবিরাম ;
আরতি-অন্তে ভক্তের ভিড় বাড়িল তাহারি ধারে—
মণ্ডপ-পাশে দাঁড়াল শ্রোতারা ঘিরি' মণ্ডলাকারে।

তিনজন শুধু পাঠকের চেনা—গত রাত্রির দল,
সন্ধ্যা হইতে সীধুপানে কিছু উচ্ছল-চঞ্চল ;
গভীর নিশীথ-কার্য্যের আগে হৃদয়ে আনিতে স্ফূর্ত্তি,
নৃত্যসভায় যোগ দিল তাই পরিচিত কয় মূর্ত্তি !

ছুইজন করি' নর্ত্তকীদল—পুষ্পিত দেহসজ্জা ;
প্রতি অঙ্গের লীলা-ভঙ্গীতে লজ্জারে দিয়া লজ্জা,
নূপুরের তালে গাহে গোপী-গান রাসরসে মন মাজি'—
মহাজনে-রচা পুষ্পমালায় সাজায়ে কণ্ঠ-সাজি।

কেহ বলে 'আহা', কেহ দেয় 'বাহা', কেহ সুস্বর সাথে
গুণগুণস্বরে কণ্ঠ মিলায়, তাল দেয় কেহ হাতে ;
গীত অবসানে বংশীর স্বরে রাসমণ্ডলী-নৃত্যে
সমবেত নটী কম্পিত-কটি মোহিল নিখিল চিত্তে।

জানা বা অজানা নাহি যায় চেনা ; শুধু ছন্দ ও যতি—
ঘুরিয়া-ঘেরিয়া মোহন নৃত্য—দ্রুত-লীলায়িত গতি ;
চকিত চরণ দোলা দেয় মন, প্রাণ উঠে যেন গাহি' ;
ওস্তাদ শুধু বারেক সহসা চমকি' উঠিল চাহি' !

নামিল বংশী—থামিল নৃত্য ; ফিরি' গেল নটীদল,
ওস্তাদ যেন সেই হ'তে কিছু উন্মনা-চঞ্চল !
যে যাহার ঘরে ফিরিল নগরে ; চক্রীরা নিজবাসে
মন্দিরতলে ক্ষান্তি আসিল কোলাহলে উচ্ছ্বাসে।

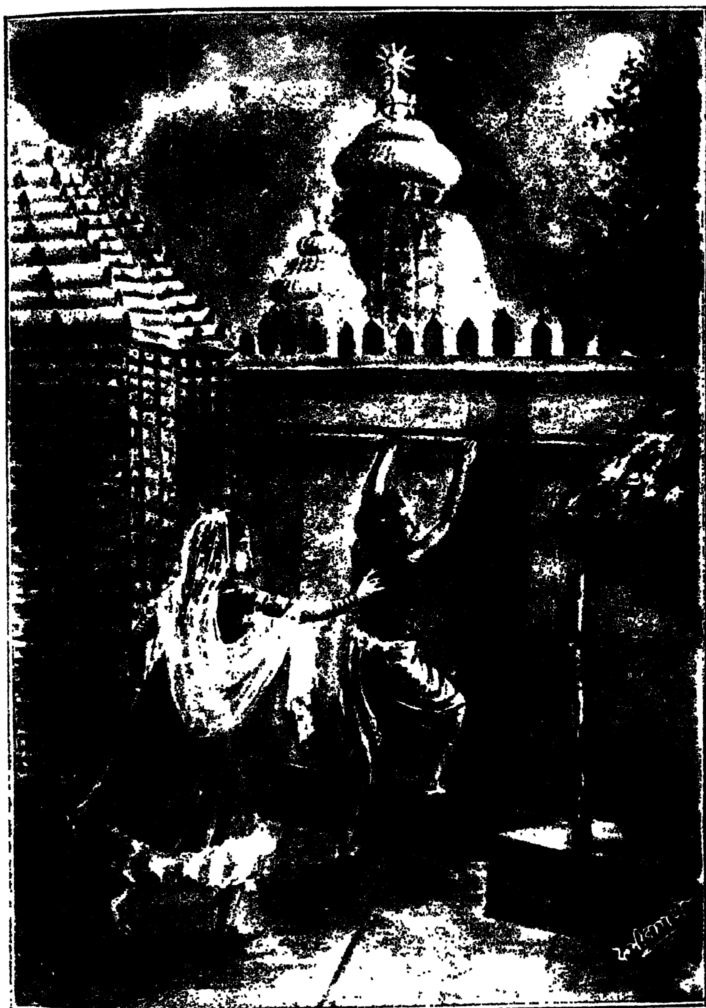
থম-থম করে গভীর রাত্রি—নির্ম্মল নিষ্কল,
তরল জ্যোৎস্না পিছলিয়া পড়ে চিক্কণ-পিচ্ছল
মন্দির-গায়ে, অঙ্গণতলে প্রস্তর-চত্বরে—
চন্দ্র যেন সে গোবিন্দজীর মৌন আরতি করে!

প্রাচীরের ছায়ে গুটি-গুটি পায়ে—ও কে যায়, কোথা যায়?
মন্দিরচূড়ে স্বর্ণচক্র চমকায় জ্যোছনায়;
তারি তলে আসি' চারিদিকে চাহি' উঠিতে ভিত্তি'পরে,
পিছন হইতে কাহার পরশে চমকি' উঠিল ডরে!

চকিতে ফিরিয়া চাহিতে হেরিল—নর্ত্তকী সে যে ময়না!
সম্মুখে বাজ পড়িলে মানুষ স্তম্ভিত বেশী হয়না!
ছয়মাস আগে ঝিণ্টির ধারে—মন্বন্তরমুখে,
যে গিয়াছে মরে', সে আজ সমুখে চাহিয়া সকৌতুকে!

বলরামগড়—দেবনর্ত্তকী—তৃতীয় প্রহর রাত্রি!
প্রেতিনী নয়ত? সহসা স্মরিয়া সেই বিস্ময়দাত্রী—
রাস-নৃত্যের সেই মুখখানি—মস্তক গেল ঘুরি';
সেই অবসরে হাতখানি তার কার হাতে গেল চুরি!

ভাল, ভালবাসা! চিনিলেনা মোরে? ময়না তোমারি আমি;
কষ্ট যা দেছ থাক্ তাহা মনে; কি করিছ এবে স্বামি?
দেবগৃহে চুরি! মহাপাতকেও করে কভু হেন কাজ?
তার আগে কেন উভয়ের মাথে পড়িল না এসে বাজ?



" * * * উঠিতে ভিত্তি 'পরে,
পিছন হইতে কাহার পরশে চমকি' উঠিল ডরে

ENGRAVED & PRINTED BY
E ACME PRINTING & PROCESS WORKS,

চুপ কর প্রিয়, সকলি যে জানি—কালিকার মন্ত্রণা ;
দেবতা জানেন, সেই হ'তে বুকে কি দারুণ যন্ত্রণা
সহি পলে-পলে ; আমিও শপথ করেছি তোমারি সাথে—
ভাঙিব তোমার পাপ-প্রতিজ্ঞা প্রাণ দিয়া আজি রাতে।

ত্যাগ করিয়াছ—নাহিক দুঃখ, সহিয়াছি হাসিমুখে,
ক্ষুধার যাতনা, মনের বেদনা—সকলি সয়েছি সুখে ,
অসহায়া নারী—পথে-পথে ফিরি, তাতেও দুঃখ নাই,
দীর্ঘ দিনের দুঃখের কথা বলিতেও নাহি চাই।

যাত্রী সঙ্গে এসেছি কেমনে এই দেব-মন্দিরে,
দিন পাই যদি, একে-একে সব দেখাব বক্ষ চিরে ,
দূর হ'তে যবে হেরিনু ও মুখ সন্ধ্যা-আরতি-ভিড়ে,
শিকারী বাজের উদ্দাম ক্ষুধা পুরেছি বক্ষ-নীড়ে।

সন্দেহময় সঙ্গীর দল দেখিয়াছি দূর হ'তে,
বুঝিয়াছি ঠিক ভাসিয়াছ কোন্ অজানা পাপের স্রোতে ,
সেই হ'তে সদা সন্ধানে আছি, সুযোগ পাইনি কভু,
কোনো দিন কোথা একেলা পাইনা—আঁখি রেখে ফিরি তবু।

সন্দেহ পাছে করে কেহ, তাই সাজিয়াছি দেবদাসী,
ইচ্ছামত সে ভিতরে-বাহিরে—যেথা খুসি যাই-আসি ,
পাপের সঙ্গ সর্ব্বদা, তবু ধর্ম্মই এক লক্ষ্য—
তুমিই আমার ধর্ম্ম, প্রাণেশ, তুমিই আমার মোক্ষ।

কাল রাত্তিরে তিনজনে যবে বন্দ করিলে দ্বার,
জান, ভালবাসা! জানালার পাশে কাণ ছিল জেগে কার?
শুনিনু যেমনি পাপ-কল্পনা—পাষাণে বাঁধিয়া বক্ষ,
করিনু শপথ, যা করিয়া পারি—হারাইব তব লক্ষ্য!

আজ সন্ধ্যায় মন্দিরে দেখি' চমকিলে দূরে থাকি'—
ভেবেছ কি বঁধু, তোমার সে ভাব এড়ায়েছে মোর আঁখি?
ভুলেছ কি প্রিয় বিবাহ-রাতের নৃত্য সে, রাত জাগি'—
সেই অভ্যাস সাধিয়াছি ফিরে' তোমারে পাবার লাগি'।

দেবদাসী বটে, তুমিই কিন্তু গোপন-দেবতা মোর,
সেই দেবতা কি দেব-দেব দ্বারে আজিকে হইবে চোর?
তার চেয়ে প্রিয় মৃত্যু যে ভাল—নাই বিষাক্ত সাপ—
ছুরি—সেও সখা, চুরি চেয়ে ভাল—ঘুচে যাক্ অভিশাপ।

অভাবে বন্ধু মৃত্যু হয় না, আমিও যে আছি বাঁচি'—
জগৎনাথের চরণে তাইতে কৃতকৃতজ্ঞ আছি।
যেমন করেই চলনাক, নাই অদৃষ্ট ছাড়া পথ,
দেবের দুয়ারে হেন অপরাধে পূরিবে কি মনোরথ?

অন্নের ভার জানিও তাঁহার,—বিশ্বাস রাখ ধরি'—
তুচ্ছ রমণী আমিই না-হয়, লইনু তা শিরে করি',
যতদিন বাঁচি—যা করিয়া পারি, যোগাইব আমি ভার,
জন্মদুখীর ভিক্ষায় বঁধু, কিবা আছে লজ্জার?

তবু যদি চাও, বধ করি' যাও, নাই তায় কোন দুখ ;
সুখের মৃত্যু—দেখিতে হবে না কলঙ্কী পতি-মুখ !
ক্ষুদ্র জীবন আনন্দে দিব এ মহাপাপের আগে—
তোমার যা' তাহা তোমাকেই দিব—এই সে ভিক্ষা মাগে।

হতাশ প্রাণের গভীর আঘাতে—ভাঙিল পাষাণ-বাঁধ,
একে-একে মনে ঘা দিয়া ফিরিল সহস্র অপরাধ ;
হুহু করে' জোরে, চক্ষুর দ্বারে ছুটিল রুদ্ধ-বান—
চন্দ্রকিরণে তারে-তারে তুলি' নীরব বেদনা-গান।

ময়নার কোলে মাথাটি রাখিয়া মুদিল চক্ষু দুটি—
গোবিন্দজীর চরণে যেন সে পূজার পুষ্প দুটি !
অনুশোচনার মধু-বেদনার পবিত্র হোমানলে
পুণ্য হইল দেব-মন্দির—পাতকীর আঁখিজলে !

নীরব ভুবন নীরব গগন, স্থির মন্দিরতল,
বক্ষের সাথে মিলিত বক্ষ, চক্ষে অশ্রুজল ;
অতন্দ্র-আঁখি চন্দ্র তা দেখি' লভিলা বিদায় ধীরে,
ঊষার বাতাস আশীষ লইয়া পরশিল দুটি শিরে !





বাতায়নের দীপ

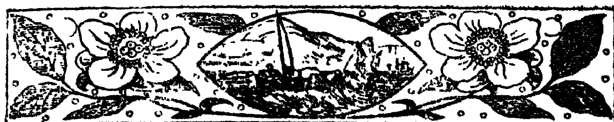
ঐ জানালায়—
দীপটি উঠিত জলি' এমনি সন্ধ্যায়।
কেশের সুগন্ধ সনে ধূপের সুবাস
তুলিত উতলা করি' সায়াহ্ন-বাতাস।
বাতায়ন-নিম্নে কুঞ্জে ফুটন্ত চামেলা
নিশ্বসি' ভাবিত—মোরে করে অবহেলা;
বিস্মিত চন্দ্রমা ভাবে অতন্দ্র আকাশে—
কে এরা প্রদীপ জালি' মোরে পরিহাসে!
আপনার শান্তি দিয়া, রচিয়া মন্দির—
সন্তোষ হাসিত বসি' না চাহি' বাহির!

হাসি' খিলখিল—
ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে ভরিত নিখিল।
অফুটন্ত গল্প-গাথা অফুরন্ত কথা
নিঃশেষ করিত যেন বিশ্বের বারতা!
প্রাচীরের জম্বুশাখে কূজন্ত কোয়েলা
সহসা থামিত ভাবি'—মোরে অবহেলা;
সন্‌সনি শতশাখা গরবে অধীর
খর্জ্জুর ভাবিত—এরা হবে বা বধির!
আপন সৌভাগ্য-গর্ব্বে আপনি বিভোর
হাসিত দীপের রশ্মি সারানিশি-ভোর!

স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে—
দীপটি উঠিত জ্বলি' দ্বিগুণ প্রভা-তে।
অস্ফুট গুঞ্জন সাথে মৃদু কলস্বর
গৃহটি তুলিত করি' আনন্দ-মুখর।
বাহিরে প্রকৃতি যেন বহি' দুঃখভার
বিস্ময়ে রহিত মৌন হেরি' ব্যবহার।
অনন্ত আকাশ, উর্দ্ধে বাতায়ন খুলি'
ইঙ্গিত করিত মেলি' তারকা-অঙ্গুলি।
ক'টি অন্ধ প্রাণী এ-কি করে ছেলে-খেলা—
উদাস বিশ্বের প্রতি—এ-কি অবহেলা!

ভেঙে গেল হাট—
আঁধার টানিয়া দিল অদৃষ্ট-কবাট !
বন্ধ হ'ল বাতায়ন—অন্ধ যেন চোখ,
মুহূর্ত্তে নিভায়ে দিয়ে প্রদীপ্ত আলোক !
না ফুরাতে খেলা-ঘরে উৎসবের রাত
রুষ্ট প্রকৃতির যেন অব্যর্থ আঘাত !
চামেলী ফুটিয়া ঝরে, চন্দ্র রহে চাহি',
শিহরে খর্জ্জুর-কুঞ্জ, পিক উঠে গাহি';
বাহিরে বৃহৎ বিশ্ব তেমনি চঞ্চল—
শুধু ঐ দীপখানি জ্বলে না কেবল !





প্রেম ও মৃত্যু

চন্দ্র যখন সঞ্চয়ে রত আলোক-ভাণ্ড তার,
সন্ধানী দুটি চক্ষু-তারকা সঞ্চারি' চারিধার—
প্রেম—সে আসিয়া দাঁড়াইল ধীরে নন্দন-ফুলবনে;
সন্তানকের অবকাশ-পথে নেহারিল সেই ক্ষণে—
মন্দগমনে ভ্রমিছে মৃত্যু দেবদারুতলে একা,
গুঞ্জরি' কি-যে আপনার মনে—চারি-চোখে হ'ল দেখা!
মৃত্যু কহিল— 'দূরমুপসর'—জাননা এ ভূমি কা'র?
স্বচ্ছ পাখাটি মেলি' দিয়া প্রেম, উদ্যোগি' উড়িবার—
কহিল কাঁদিয়া—জানি, তব কাল! ছায়া তুমি জীবনের;
তপন-আলোকে পাদদেশে যথা ছায়া পড়ে পাদপের,
সেই মত এই অনন্তালোকে জীবন দাঁড়ায়ে আছে—
মৃত্যু তাহার ছায়াখানি হয়ে লুটায় পায়ের কাছে;
তরু যবে যাবে—ছায়াও মিলাবে, এমনি সে পরাধীন—
মোর প্রভুত্ব সবার উপরে রহিবে সে চিরদিন!

টেনিসন



ত্যক্ত গৃহ

প্রাণ ও চিন্তা—এক-ই সাথে দোঁহে ছেড়ে গেল বাসাগার,
মুক্ত রাখিয়া দ্বার-বাতায়ন—অদ্ভুত ব্যবহার!
জালায়নে দীপ জ্বলেনা, ভিতরে নিশীথ-অন্ধকার;
যে দ্বারের কভু বিরাম ছিল না—শব্দটি নাই তার!

বাতায়ন-দ্বার বন্দ করে' দে, নহিলে যে ফাঁক দিয়া
ত্যক্ত-গৃহের রিক্ত আঁধার আসিবে সে বাহিরিয়া!
আয় চলে', আর আনন্দধ্বনি উঠিবেনা গৃহ ঘিরে'—
মাটি দিয়ে যাহা গড়া হয়েছিল, মাটিতে মিশেছে ফিরে'।

চলে' আয় সবে, প্রাণ ও চিন্তা গিয়াছে আবাস ছাড়ি'!
দূরে, কোন্ দূরে—সুবিপুল পুরে বিরাট প্রাসাদ-বাড়ি
পেয়েছে সে আজ; কোন ক্ষতি ক্ষয় নাহি যার নিরবধি;
হায়, তারা আজি আমাদেরি মাঝে থাকিতে পারিত যদি!

টেনিসন



রাজকুমারী

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে! হাজার তুমি মান্য পাও,
আমি তোমার খ্যাতির নহি ভক্ত;
তুমি শুধু খেলার ছলে পরের মনটি জিন্‌তে চাও
প্রেমের পায়ে না হয়ে অনুরক্ত।
মেলিয়াছিলে আমার 'পরে কুহক-ভরা মুগ্ধ চোখ,
জানিয়া তাই সরিয়াছিনু বাহিরে;
রাজকুমারি, বংশ তব লক্ষ খ্যাতি যুক্ত হোক্,
আমি ত তবু তোমারে নাহি চাহিরে।

রাজকুমারি, রাজার মেয়ে ! মহতী তব মহিমা,
জানিগো তব উচ্চ কুল গর্ব্ব ;
নিজে যে বহে নিজের নাম, নিজের গুণগরিমা—
তাহার কাছে নিখিল খ্যাতি খর্ব্ব !
হৃদয় মোর বিরহে তব ভাঙিবে কভু ভেবোনা আর,
এ হৃদি আরো খাঁটি ধনের সন্ধানী ;
তরুণী যদি সরলা হয়, অনেক বেশী মূল্য তার,
অযুত মান চরণে তার বন্দিনী !

রাজকুমারি, রাজঝিয়ারি, যশের খ্যাতি—সব দিয়ে,
বাছিয়া লও হীন কোন ভক্ত ;
দিন-দুনিয়া-মালিক হ'লেও, তবু আমার মন নিয়ে
অমন মনে হয় না অনুরক্ত !
বাস্‌তে ভাল জানি কি না, তুমি শুধু জান্‌তে চাও,
উত্তরে তার ঘৃণাই আমার বল্‌তে হয় ;
পাথর-গাঁথা মোটা তোমার থামের মাথার সিংহটাও
আমার চেয়ে তোমার প্রতি শক্ত নয় !

রাজকুমারি, রাজদুলালি ! হাজার মানের সিঁদুকটি,
আজকে ফিরে' অনেক কথাই হয় স্মরণ ;
তিনটি বছর পেরোইনিক, ও-পাড়ার ঐ যুবকটি
মরল কেন—নয় কি তুমি তার কারণ ?

মদির তব কটাক্ষটি, মধুর তোমার কণ্ঠস্বর,
মোহন তব মন ভুলাবার মন্ত্রটি !
কণ্ঠে তাহার দাগটি কিসের, কোথায় হ'তে মৃত্যুশর-
বলেনি কি গোপন হৃদয়-যন্ত্রটি ?

* * *

রাজকুমারি, রাজঝিয়ারি ! শ্রদ্ধা রাখ অন্তরে,
ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখ মেঘধারে ;
তোমার আমার—সবার পূর্ব্ব-পুরুষ যিনি তিনিই যে
হাসেন তব বনিয়াদির আবদারে !
যাহোক তাহোক, শোন আমার সরল মনের অহঙ্কার,
মহত্ত্ব—সে থাকে নিজের অন্তরে ;
চিত্তে যদি দয়া থাকে, মুকুট চেয়ে মূল্য তার,
সরল নিষ্ঠা খ্যাতির সেরা মন্ত্র রে !

রাজকুমারি, রাজদুলালি ! দৃঢ় আমার বিশ্বাস এ—
প্রাসাদ-শিরে ক্লেশের তব অন্ত নাই ;
গরবী ও আঁখির জ্যোতি নিবৃছে প্রতি নিশ্বাসে,
পুষ্প-শেজে লুট্‌ছ দারুণ যন্ত্রণায় !
স্বাস্থ্যে ভরা রূপটি তব, বাক্স ভরা বিত্তেতে,
তবু সে কোন্ নিত্য-ব্যাধি সঙ্গিনী ;
কেমন করে' সময় কাটে—চিন্তা সদা চিত্তেতে,
তাইতে অমন খেলার রঙে রঙ্গিনী !

রাজকুমারি, রাজকুমারি ! গুণছ বসে' খ্যাতির ঢেউ,
সময় যদি কোনমতেই কাট্‌ছে না ;
বিস্তৃত এ রাজ্যে তব দরিদ্র কি নাইক কেউ,
দ্বারে তোমার ভিক্ষুকও কি যুট্‌ছে না ?
অনাথ ছেলে—তাদের ডেকে যত্নভরে শিক্ষা দাও,
অনাথ মেয়ে, গৃহকর্ম্ম শিখাও তায় ;
পরমেশের পরম পদে নারী-হৃদয় ভিক্ষা চাও,
পরাণ নিয়ে খেলা হ'তে লও বিদায় ।

টেনিসন



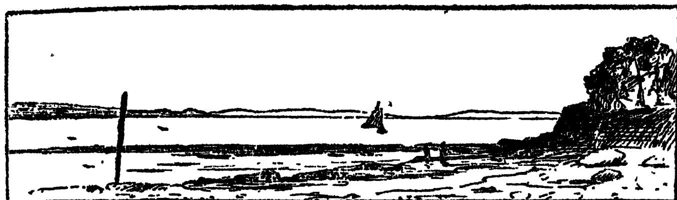


দল ও পরিমল

ওগো গন্ধ, তোমায় কেমন করে' বন্দ করে' রাখি,
ভাবছি বসে' মনে ;
পরাগমাঝে লুকিয়ে তোমায় কেশর দিয়ে ঘিরে'
পাতার আবরণে,
অন্ধ হয়ে থাক্‌ব, আমি ফুট্‌বনাক তবু,
যতক্ষণ না ঝরি—
মুগ্ধ জনের সে অনুরাগ সইতে পারবে তুমি,
হৃদয়-সহচরি ?
পাপড়ি-ঘেরা মর্ম্মকোষের রক্ত এবং রেণু,
যা আছে তাই নিয়ে,
তৃষ্ণা তোমার মিট্‌বে কি তায়, থাক্‌তে পার্‌বে তুমি,
হে মোর পরাণ-প্রিয়ে ?

গন্ধ কহে নিশ্বসিয়া, ওগো আমার স্বামি,
এ অনুযোগ কেন?
তুমি ছাড়া কোথায় আমি! তোমার মাঝে শুধু
গর্ব্ব আমার জেন'।
আমি যদি তোমার মাঝে বন্দ থাকি, তবে
তুমিই কি তা পাবে?
বন্দ করে' রাখ্‌তে গিয়ে অন্ধ হয়ে তোমার
আনন্দ যে যাবে!
পর্ণ তোমার ফুটাও বন্ধু, গন্ধ ছুটাও লোকে,
বর্ণে ওঠ ভরি'—
মৃত্যু যখন আস্‌বে তখন তোমার কোলে শুয়ে
পড়্‌ব ভুঁয়ে ঝরি'।





নিবেদন

আমি শুধু জানাব আজ—
তোমায় আমি ভালবাসি;
তা'তে তোমার ক্ষতি কিসের,
সর্ব্বনাশি, সর্ব্বনাশি!
রাত্রি-দিবা মর্ম্মতলে
যে অনন্ত বহ্নি জ্বলে;
পতঙ্গ যে সে অনলে
জীবন তাহার ঢালে হাসি'
মরণ-কথা বলবে না সে?
সর্ব্বনাশি, সর্ব্বনাশি!

কেন তবে নয়ন-হরা
পাগল-করা রূপটি তোমার !
নয়ন যদি ভুলে তাতে—
সে অপরাধ শুধু কি তা'র ?
যদি তোমার ওষ্ঠপুটে—
কইতে কথা পদ্ম ফুটে,
ভ্রমর-চক্ষু যদি জুটে—
নিন্দা করা যায় কি তাহার ?
আঁখির যদি দোষ-ই থাকে,
কিছু সে দোষ—নয় কি তোমার ?

চুম্বকেতে লোহা টানে,
লোহার স্বভাব ধরা দেওয়াই ;
লোহা নিজে নরম ত নয়,
তবু তাহার ধরম তাহাই ;
এ সব সত্য মেনেও তবে
মুখটি নীচু করতে হবে ?
মনের ব্যথা থাকুক তবে
আপন মনেই—বল্‌তে না চাই ;
তা'তেই যদি হয় অপরাধ,
কি করবে সে—উপায় কোথায় ?

সিঁদুরে-আম টক্‌টকে লাল
অস্ত-রবির আবির মাখি',
ওষ্ঠে তোমার লজ্জা পেয়ে
সরম রাখে পাতায় ঢাকি' ;
মঞ্জরিত খেজুর-কাঁ'দে
অলক হেরে লুটিয়ে কাঁদে ;
জোড়া-ভুরুর বেড়া-ফাঁদে
বাঁধা পড়ে আঁখি-পাখী ;
তোমার মাঝে কি যে আছে—
নিজে তুমি জান তা' কি ?

গোপন তব মরমতলে
যে কথাটি লুকিয়ে থাকে,
থাকুক্ না সে—জান্‌তে কে চায়,
কোথায় কে কি ঢেকে রাখে !
তবু মনে ঠিকই জানি,
স্বচ্ছ যাহার আনন খানি—
হৃদয় তাহার তেমনি মানি'
হৃদয় দেওয়া যায় গো তাকে ?
দিয়েছি তাই পরাণ আমার—
সে কলঙ্ক আর কি ঢাকে ?

তবু যদি ব্যথা তোমায়
দিয়ে থাকি, কর ক্ষমা—
তুমি থাক কল্প-লোকের
আলোকলতা মনোরমা !
জানি—কভু ফুটবে না ফুল,
ফলবে না ফল ; তবু আকুল
এ জীবনের সে মহাভুল
মনের খাতায় থাকুক্ জমা
হিসেব-নিকেশ চুক্‌বে যে দিন—
সে দিন এস প্রিয়তমা !





অভিশাপ

তুই নদী, আমি অরণ্যানী—
তোরে যে আমারি বলে' জানি!
আমারি বুকের পাশে
বয়ে যাস্ কলহাসে—
তরল রজতধারাখানি;
তোরে যে আমারি বলে' মানি!

তলতল-ছলছলছল—
খেলা করে তোর ক্ষ্যাপা জল;
আমি থাকি চেয়ে-চেয়ে,
বুঝি না কেমন মেয়ে—
একেবারে আপনা-বিহ্বল—
ছুটে' চলে তোর ক্ষ্যাপা জল!

শুষ্ক রুক্ষ কাঠিন্যের সারি—
আমি তোরে কিবা দিতে পারি ?
কূলের সীমাটি রাখি'
আমি শুধু চেয়ে থাকি,
শিরে তোর ছায়াটি বিথারি'—
কিবা আছে, কিবা দিতে পারি ?

পত্ররাজি,
যাহা আছে, দিই উপহার ;
বিহঙ্গের কণ্ঠ দিয়া
পাঠায় এ মুগ্ধ হিয়া—
মরমের মৌন সমাচার ;
দীন আমি—দীন উপহার !

তোর কথা—কি কহিব আর ?
জানি তুই জীবন আমার ;
পুষ্প-পত্র-বিটপী-বল্লরী
তোরি তরে প্রাণে উঠে ভরি',
ধরি' নবনব শোভাভার ;
তোর কথা কি বলিব আর ?

সখি, তোরে বাঁধি কিসে বল-
রে চপল, রে চিরচঞ্চল!
রাতদিন হেলা-ফেলা,
এ কি প্রেম ছেলেখেলা—
শুধু মন ভুলাবার ছল;
রে নিলাজ, আপনা-বিহ্বল!

দিন যায়, রাত্রি ফিরে' আসে,
হাসে চাঁদ অগাধ আকাশে;
দক্ষিণের সমীরণ
জাগায় পাগল মন—
শাখায়-শাখায় হাহাশ্বাসে;
রাত্রি দিন—যায় আর আসে।

প্রাণপণ প্রণয়ে উদাসী—
এ কি ভালবাসা, সর্ব্বনাশি!
আশাহীন শূন্যপ্রাণে,
চেয়ে থাকি তোর পানে—
চলে' যাস তুই 'কলহাসি'—
প্রাণপণ প্রণয়ে উদাসী!

স্বতন্তরা, বুঝেছি ব্যাভার—
সাগর সে বাঞ্ছিত তোমার!
অর্থহীন এ জীবন
হোক্ তবে সমাপন;
তোরি মাঝে হোক একাকার-
ভেঙে যাক স্বপন আমার!

কিন্তু নদি, অভিশাপ মোর,
এ দিন রবেনা কভু তোর;
পরিশুষ্ক পরিক্ষীণ
হ'বি তুই একদিন,
গলে পরি' বন্ধনের ডোর,—
গরবের নিশি হবে ভোর।

অস্থিরূপে বালুকার রাশি
বক্ষ ভেদি' উঠিবে বিকাশি';
হইয়া দুকূল-হারা
মজিবে আকুল ধারা,
কলহাসি কোথা যাবে ভাসি'—
তপ্ত বুকে ধূ ধূ বালিরাশি!



জটাই

কসাড়-ঘেরা কুটীর খানি কাঁসাই নদীর বাঁকে ;
দুধের মত রোদটি আসে সাতটি শালের ফাঁকে,
দক্ষিণেতে রাঙা মাটির বাঁধটি গেছে ঘুরে'—
মাথায় তারই নীলের রেখা—তালের সারি দূরে।

গাঙ্শালিখের কোটর-বেড়া বাঁধের বাঁকা পারে
একটি শুধু খেয়ার ডিঙি—বাঁধা, ঘাটের ধারে।
কুটীরবাসী 'নবীন'-মাঝি খেয়া-তরির নেয়ে ;
শূন্য গৃহ ; 'সরম' বলে' একটি শুধু মেয়ে।

ও-পারেতে আখের ক্ষেতে শরের কুঁড়ে-ঘর,
চখাচখীর চিহ্ন-আঁকা পাশেই বাঁকা চর ;
বিজন-বাঁধা শরের কুঁড়েয় কামঠা-বাঁটুল হাতে—
জটাই বলে' বন্য যুবা পাহারা দেয় রাতে।

পাথর-কাটা নিটোল যোয়ান, ভয়-ভীতি নাই জানে
ঝাঁকড়া চুলে পালক আঁটা, মাকড়ি পরে কাণে,
গলার মোটা পলার মালা বুকটি আছে ঘিরে'—
কাম্‌ঠা হাতে বজ্রডাকে হাঁক দিয়ে সে ফিরে।

দীর্ঘ ছায়া ফেলে' যখন ঘুরে' বেড়ায় চরে—
ঘাটের ধারে মেয়েরা সব দেখায় পরস্পরে;
সরম যে দিন প্রথম তারে দেখ্‌ল চেয়ে ভয়ে,
কাঁখের কলস্‌ পড়্‌তে-পড়্‌তে গেল তাহার রয়ে!

এ-পারে সে ক্বচিৎ আসে—শুধু হাটের দিনে,
কড়ি গুণে' একলা-ঘরের জিনিষ নে' যায় কিনে';
মাঝির মেয়ের মাছের কাছে যে দিন পড়ে পা—
আঁচড়-খড়ি যায় সে ভুলে'—ছম্‌কে' উঠে গা!

রাতে শুয়ে স্বপন দেখে কাঁসাই নদীর চর;
তারি মাঝে একটি শুধু শরের কুঁড়ে-ঘর,
পাশেই তাহার কাম্‌ঠা-হাতে দীঘল ছায়া ফেলে'
ঝাঁকড়া মাথায় ঘুরে' বেড়ায় সাঁওতালেদের ছেলে!

বর্ষা নামে কাঁসাই-গাঙে রাঙাজুলের রথে—
এপার-ওপার একসা করে' ঘাটে-মাঠে-পথে;
বাঁধের উপর জল উঠিয়ে বেণাঝাড়ের তলে,
পায়ের চড়া ডুবিয়ে দিয়ে সাতার-পাথার জলে।



কাঁধ-বরাবর ডুবে' গেছে সাঁওতালেদের কুঁড়ে,
পাশেই তাহার উঁচু মাচান উঠে পাথার ফুঁড়ে';
কড়্‌কড়িয়ে দেবতা ডাকে, বৃষ্টি পড়ে ঝুরে'—
ঝাপ্‌সা পারে তালের ডোঙায় জটাই বেড়ায় ঘুরে'।

এমন দিনে একলা সে যে, ভয় কি তাহার নাই?
সরম ভাবে, মাঝির ঘরে হয় না কি তার ঠাঁই?
ঝাঁকড়া-চুলের লোকটা কিন্তু থাক্‌বে বাহির ঘরে—
আজো তারে দেখ্‌লে যে তার বুকটা কেমন করে!

বর্ষাশেষে শরৎ আসে জাগিয়ে বালির চর,
জল-বাথান' ডোবার ধারে বাঁধিয়ে হাঁসের ঘর;
শাদা রোদে কাশের মাথায় খেলিয়ে দুধের বাণ—
তারি মাঝে জাগিয়ে চোখে শরের কুঁড়ে খান।

সে দিন মাঘে—ভিড় ভেঙেছে কাঁসাই-ডাঙার হাটে,
নবীন-মাঝি গরুর খোঁজে গিয়েছে কোন্‌ মাঠে;
সরম তাহার মাছের কড়ি গুণছে দাওয়ার 'পরে—
ঝাঁকড়া-চুলের লোকটা এল কাম্‌ঠা হাতে করে'।

এমন দীঘল যোয়ান গড়ন—এমন কচি মুখ!
শিশুর মতন কয় যে কথা,—কাঁপ্‌ল তবু বুক।
নবীন-মাঝি নাইক ঘাটে, ফিরব আমি চরে—
সরম, তুমি একটু উঠে' দেবে কি পার করে'?

কতদিন সে চালিয়েছে যে নবীন মাঝির 'না',
একটু উঠে' পার করাতে বাধাও ছিল না ;
শিশুর মত সরল চাওয়া, সহজ মুখের কথা—
তবু কেন মুস্‌ড়ে যাওয়া—লজ্জাবতী লতা !

ত্বরিৎপদে ফিরল যুবা বারেক নাহি চাহি',
শীতের নদী সাঁতরে তীরে উঠ্‌ল অবগাহি' ;
কাঠের মত রইল সরম—সরম-ভাঙা বুকে,
পার করে' দাও—বাজে কেবল শিশু-সরল মুখে !

'অজানা সেই অতিথ-গীতি ভীষণ-মধুর সুরে,'—
সারারাত্রি ঢেউ খেলাল বক্ষ-সাগর যুড়ে' ;
ভোরের নিদে স্বপন দেখে—কাম্‌ঠা-বাঁটুল ফেলে'
তারি পানে তাকিয়ে আছে সাঁওতালেদের ছেলে !

ভাদর মাসের বানের মত বয়স উঠে বেড়ে' ;
মনে পড়ে, কোন্ কালে সেই স্বামী গেছে ছেড়ে !
খুটিনাটি ঘরের কাজে সময় কি সে কাটে ?
জানে না কি নালিস্ আছে, তবু হৃদয় ফাটে !

বছর ঘুরে' গেছে দু'বার কাঁসাই নদীর বাঁকে,
দুধের মত রোদটি আজো আসে শালের ফাঁকে ;
দক্ষিণেতে রাঙা মাটির বাঁধখানি সেই আছে,
গাঙ্‌শালিখে তেমনি ডাকে নাওয়া-ঘাটের কাছে।

সবই আছে তেমনি—শুধু একটি কেবল নাই!
ঝাঁকড়া-চুলের দীঘল যোয়ান—কোথায়, সে কোথায়?
বালির চরে আখের ক্ষেত আর শরের কুঁড়ে ফেলে'—
কোথায় সে আজ, কোথায় সে আজ সাঁওতালেদের ছেলে?

কত বছর গেছে কেটে কাঁসাই নদীর বাঁকে—
কে জানে রোদ আসে কিনা সাতটি শালের ফাঁকে!
সরম শুধু চেয়ে থাকে থম্‌থমে মাঝ-রাতে—
আস্‌বে কখন দীঘল-গড়ন কাম্‌ঠা-বাঁটুল হাতে!





শুকনো পাহাড়ে' ফুল

শুকনো পাহাড়ে' ফুল, ওগো—ঝরা
পাহাড়ে' মাঠের ফুল,
একদিন তুই সারা পাহাড়টি
করেছিলি মস্‌গুল !

তারো চেয়ে আজ প্রিয়—
আজকার ফোটা মল্লিকা চেয়ে
শতগুণে রমণীয় !
সারা ধরণীর বসন্ত-ভরা
সুষমার চেয়ে বড়,—
যদিও তোমার শোভা-ভাণ্ডার
ধূলায় আজিকে জড়' !

তোর ঝরা দলরাজি—
তবুও জাগিছে অতুল শোভায়
আমার নয়নে আজি !

পাহাড়ের ফুল, পাহাড়ের ফুল,
পাহাড়ে' মাঠের ফুল—
ঝরা-দলে তোর অন্তর মোর
সৌরভ-সমাকুল !

টেনিসন





সান্ত্বনা

দুইটি প্রেমের পান্থ—পৌষের রাত—
সঙ্গে কেহ নাহি ;
কুয়াশায় জলা-মাঠে চলেছে আঁধারে
সম্মুখে না চাহি'।
কাক-পক্ষ অন্ধ নিশি ; হারায় দুজনে—
পুন কাছে আসে ;
দুইটি প্রেমের পান্থ—পথ দেখাইতে
কেহ নাই পাশে।

দিবালোক নিবে' গেছে—হারাইনু পথ—
আমি আছি কাছে ;
কোথা পথ, কে দেখাবে—ভয় নাই প্রিয়,
রব আমি পাছে ;

কোথায়, কোথায়—ওগো, নদী মাঝখানে,
বুঝি নদী মাঝখানে—
সকল হারায়ে মোরা দুটী অন্ধ প্রাণী
হারাব সেখানে !

চিরদিন তরে সে কি ? নয় কভু নয়—
নয় তা হবার ;
যদিও হারাই, পুন ফিরে' এসে' দোঁহে
মিলিব আবার !

টেনিসন





নিরুপায়

লজ্জা করে না—রবীন,
লজ্জা করেনা ছোঁড়া ?
ছি ছি ! চুমো খেয়ে গেলি—
গাই-দু'তে হাত যোড়া !
কামিনী ফুটেছে ডালে,
করবী সুরভি ঢালে ;
চুরি করে' তারি ফাঁকে –
চুমো খেয়ে গেলি গালে !

পিছু হ'তে এসে চুপে—
চুমিয়া পালা'ল ছোঁড়া ;
কি করিব আমি, বল'—
দুটি হাত ছিল যোড়া !

কোয়েল উড়িছে ডেকে,
দোয়েল—সে শিষ শেখে ;
চুমো খেয়ে গেল সে যে—
লুকিয়ে পিছন থেকে !

আয়, আয় তুই রবীন,
চুমো দেরে—আয় কাছে ;
কেমনে যে দিব বাধা—
দুটি হাত যোড়া আছে !
ঘুঘু—সে ডাকিছে ডালে,
সবাই পাগল্ একালে—
পিছু থেকে এসে, রবীন—
চুমো দিয়ে যারে গালে !

টেনিসন





চকিত

ফিস্-ফিস্ কথা—নিকুঞ্জে—
গোলাপেরই ঠিক প্রান্তে;
মৌমাছি যেন—না গুঞ্জে—
ঐ—বুঝি পেল জান্‌তে!

চুম্বন দেরে পিয়ারিরে—
কে আসিবে হেথা গুণ্‌তে;
ফড়িং—দুর্ব্বাবিহারী যে—
ঐ—বুঝি পেল শুন্‌তে!

চুম্বন দেরে—নিকুঞ্জে—
কেবা আছে—গাছে লিখ্‌তে?
বিহঙ্গ যেন—না গুঞ্জে—
ঐ—বুঝি পেল দেখ্‌তে!

টেনিসন



পত্র-পরিচয়

পত্র-পথে বারেক দেখা—আঙুল চারেক জমীর পরে—
মসীমাখা মোহর-আঁকা চৌকা সাদা খামের ঘরে।
কোকিল নহে—ডাকের ডাকে, আখর-আঁটা বেড়ার ফাঁকে,
একটি কেবল কথার হাওয়ার আভাষ শুধু তিলেক তরে—
স্পর্শে যাহার মনের বনে ভাবের গাছে মুকুল ধরে!

বসন্তে নয়, নয় বরিষায়—বৈশাখী এক দ্বিপ্রহরে,
নিম্ব-শাখার পাতায়-ঢাকা কেউ-না-থাকা একলা-ঘরে;
এ পরিচয়—কি পরিচয়! মিলন-রসের কোন্ অভিনয়?
চমকে-চাওয়া, থমকে-যাওয়া কোন্ না-পাওয়া পাবার তরে;
একটি নাম আর একটি কথায় না জানি কোন্ শক্তি ধরে!

মূর্ত্তি কোথায়—রূপটি কি তার, কেমন করে' জান্‌ব তারে—
কল্প-গাঙে জালটি ফেলে' কি ধরে' আজ টান্‌ব পারে ?
ছত্র-দুয়েক পত্র-লেখা, সেই কি তাহার চিত্র-রেখা !
চোখটি তাহার, চুলটি তাহার—জ্বল্‌ছে যাহার অন্ধকারে ;
নামটি তাহার ফুলটি কি সে—মুগ্ধ করে গন্ধভারে !

পত্র-পথে সেই সে দেখা, তাও সে শুধু বারেক তরে—
আজো তাহার দাগটি আছে গোপন মনের বিজন ঘরে ;
কত জনের কতই আলাপ, হয়ত তাহার নাই কোন ছাপ ;
মায়ার মোহের কত বাঁধন—কেটেছি এই আপন করে—
তারি মাঝে একটি কোথায় রয়ে গেছে কেমন করে' !





✓রবীন্দ্রনাথ

আরো আলো, আরো আলো—কাঁদে সগুসুপ্তোত্থিত দেশ,
প্রাচীর তিমির টুটি' যবে নব উষার উন্মেষ ;
নিমেষ-নিহত নেত্র চাহে ঊর্দ্ধে পুণ্যরশ্মি পানে—
কে মিটাবে ক্ষুধা তার—তার তৃষ্ণা, তৃপ্তি সে কি মানে ?
ত্রিযামা যামিনী গত ; জাগিয়াছে অরুণ-আলোকে,
অযুত মুদিত নেত্র—আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব্ব পুলকে ;
যত পায়, যত পায়—প্রাণ তার জেগে উঠে তত,
যত জাগে—যত চাহে, তৃষ্ণা তার বাড়ে অবিরত ;
আলোকে পেয়েছে সে যে ত্রিলোকের নব পরিচয়,
আলোকে জেগেছে তার আঁধারের ভয়ঙ্কর ভয়,
আলো জানায়েছে তারে বিস্ময়ের নব নব লোক,
আলো জাগায়েছে তার প্রবুদ্ধের পরম পুলক ;
তাই তার আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, নাহিক কিনারা—
আরো চায়—শুধু চায় অবিচ্ছেদ আলোকের ধারা !

•

হে সকল আলোকের পরম আলোক—হে সবিতা,
বিশ্ব-মহাগ্রন্থ তব আলোকের আনন্দ-কবিতা !

অনন্ত রহস্য-ভরা, আদি-অন্ত পরিমাণ-হারা ;
রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শরূপে মহাদীপ্তিধারা
স্পন্দিত বিপুল বিশ্বে ; সিন্ধুবক্ষে বিরামবিহীন
মর্ম্মরিত তব গাথা ; বহে বায়ু চিরনিশিদিন
পরম পরশ তব ; জ্বালে বহ্নি তব রুদ্র জ্যোতি,
তোমারি করুণরসধারে স্নিগ্ধ মাতা বসুমতী
লয়ে তার লক্ষকোটি সন্তানসন্ততি-সৃষ্টিধারা,
মহাকাশে তব মহাকাব্য লেখে চন্দ্রগ্রহতারা ;
তোমারি গায়ত্রী-মন্ত্র উঠেছিল আদিম প্রভাতে
এ পুণ্য ভারতবর্ষে, জ্ঞানের প্রথম রশ্মিপাতে ;
শতাব্দির অনভ্যাসে ভুলিতে কি পারিয়াছে লোক—
তোমার সে জয়বার্ত্তা ? অনির্ব্বাণ আত্মার আলোক
নিবে নাই, নিবে নাই—নিবিবেনা কভু কোনো দিন-
লুপ্ত নহে—শতাব্দির ভস্মপুঞ্জে শুধু দীপ্তিহীন !

'হে রবীন্দ্র, হে কবীন্দ্র, হে বঙ্গের বরিষ্ঠ সন্তান,
তুমি আনিয়াছ বহি' সেই আলোকের মহাগান-
তন্দ্রাতুর বঙ্গভূমে সঞ্চারিয়া অপূর্ব্ব চেতনা,
জাগাইয়া সুপ্ত প্রাণে জীবনের নব উন্মাদনা ;
সাহিত্যের সূর্য্য তুমি—প্রতিভার সহস্র কিরণে
সাজাইয়া তুলিয়াছ মণিমুক্তারজতেহিরণে,

বঙ্গভাষা-বাগেদবীর বিশ্বারাধ্যা বরমূর্ত্তিখানি—
দরিদ্রা মাতারে তুমি সাজায়েছ রাজরাজেন্দ্রাণী !
তোমার কিরণপাতে পূর্ণশোভা বিকশিত আজি,
বঙ্গের মানস-সরে স্বর্ণকান্তি শতদলরাজি—
অপূর্ব্ব লাবণ্যে ভরা, ভাবগন্ধে মুগ্ধ দিকদশ,
প্রজাপতি উড়ে' বসে, মধুব্রত হরষে বিবশ !
সত্যের আলোক সাথে মিশাইয়া বিচিত্র কল্পনা,
অপরূপ সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু করেছ রচনা
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে—স্বর্গে-মর্ত্ত্যে সেতু মনোহর—
পার হয়ে কল্প-লোকে যায় যাওয়া—ভাবে মুগ্ধ নর !
শোভা হেরি' বর্হ তুলি' নেচে উঠে কল্পনাশিখিনী,
ভাবের কদম্ব ফুটে, ছুটে' চলে ভাষা-কল্লোলিনী !

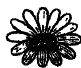
ভিড়াও 'সোনার তরি' দরিদ্র এ দেশের কিনারে—
শ্রীমন্তের শত ডিঙা—পরিপূর্ণ ভাবের ভাণ্ডারে ;
'মানসী'র মূর্ত্তিরূপে দেখা দাও সাধনার চোখে,
'চিত্রা'র বিচিত্র পক্ষে স্বর্গ-সুধা বহি' মর্ত্ত্যলোকে ;
'ক্ষণিকা'র দীপ্তালোকে লুপ্ত কর দুঃখ-অমারাত—
'কল্পনা'র কুঞ্জবনে ফুটায়ে স্বর্গের পারিজাত ;
'খেয়া'র কাণ্ডারী হয়ে—হে নাবিক, পার কর সবে
সত্যের অমৃত-তীরে—অমরার আনন্দ-উৎসবে ;

অপূর্ব্ব 'নৈবেদ্য'-ডালা সাজালে যে—হে কবি-পূজারি,
বাণীর মন্দিরতলে—চিত্তে ভরি' 'গীতাঞ্জলি'-বারি,
প্রসাদ লভিয়া তারি, সারা বিশ্ব হউক অমর—
সাহিত্যের ধর্ম্মরাজ্য সংগঠিত হউক সুন্দর।
ঘুচে' যাক সর্ব্বভেদ মিলনের মহানন্দ মাঝে—
তব গীতে বাজে যাহা—সার্থক হউক তাহা কাজে!

বাজাও বাজাও, কবি—সপ্তস্বরা স্বর্ণ-বীণা তব,
তারে-তারে ধ্বনি' তোল বিচিত্র রাগিণী নব নব—
আনন্দবেদনাভরা বিশ্বসাহিত্যের মহাগান,
মাতাক সে সঞ্জীবনী মানবের অর্দ্ধসুপ্ত প্রাণ।
বহাও এ ম্লান মর্ত্ত্যে সাহিত্যের পুণ্য-ভাগীরথী—
সঙ্গীতের শঙ্খস্বরে—ভগীরথ পুরাণে যেমতি!
অগাধ অবাধ মুক্ত উদার সে প্লাবনের ধারে,
পল্বলের পঙ্করাশি যাক্ ভাসি' জীবন-জুয়ারে!
স্নান করি' পান করি', শিরে ধরি' পবিত্র মানব—
সার্থক সাধনা তব—কীর্ত্তি তব বিশ্বের বিভব।
কবিবর, আজি তব 'পঞ্চাশিকা' শুভ অবসরে—
কি কহিব, কি বলিব, কি গাহিব—কথা নাহি সরে!
মোরা শুধু মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকি, বিস্ময়ে পুলকে—
অন্তরের কথা—কবি, লহ পড়ি' আপন আলোকে*।

*সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে






অভ্যর্থনা-সঙ্গীত

বাণীবরতনয়! আজি স্বাগত সভা মাঝে—
অযুত-চিত-কমলে যেথা আসন তব রাজে।
কাব্য-গীত-চিত্র-গাথা-সপ্তস্বরা-তারে,
মুখর করি' নিখিল লোক হরষ-রস-ধারে,
বিশ্ববীণাযন্ত্রে তব বিজয়বাণী বাজে!

আষাঢ়-মেঘমন্দ্র কাঁপে গভীর তব ছন্দে,
সরস শোভা পরশে রসি' চরণ তব বন্দে,
মধুরস্বরে মাধবীসখা কোয়েলা মরে লাজে;
ঘনায়ে আসে গহন মেঘ অতুল তুলি স্পর্শে,
সুখের আলো উজলি' জ্বলে গভীরতর হর্ষে—
শান্তি দিয়া সান্ত্বনায়, শক্তি দিয়া কাজে।

বঙ্গভাষা ডাকিছে তোমা শত সেবক-কণ্ঠে,
বঙ্গ আজি মিলিত—তব মিলন-সুধা বণ্টে;
বাজায়ে শুভ-শঙ্খ আজি ডাকিছে নিজে মা যে!
এস হৃদয়বন্ধু, এস—এস হে কবিসূর্য্য,
মায়ের ঘরে বাজিছে তব অভিবাদন-তূর্য্য—
স্বাগত কবিরাজ-অধিরাজ বরসাজে*!



*কবি-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে কলিকাতা 'টাউন-হল'-মহাসভায় গীত



ঘুম-হারা

তুমি আমায় বক্‌ছ কেন, মা !
আজকে আমার ঘুম যে আস্‌ছে না—
ঘুমাই কেমন করে’ ?
কি সব কথাই মনে যে—মা, আসে—
এইখানেতে বাবা শু’তেন পাশে,
গলাটি মোর ধরে’ !

আচ্ছা—মা, ঐ কালো ঘোড়ায় চড়ে’
কোথায় গেলেন ? যদি, মা—যান পড়ে’
ঘোড়া যে বজ্জাত !
বল্‌না মাগো—কস্‌নে কেন কথা ?
খেলেন কোথায়, শু’লেনই বা কোথা—
এখন যে, মা—রাত !

(বাহির-দোরে কে ঠেলে ঐ আগল—
এরি মধ্যে ফিরে' আস্‌বে ? পাগল !)
—বক্‌তে আমি পারিনি রাত-ভোর,
পোড়া চোখে ঘুম কেন নাই তোর ?

আচ্ছা, মা—ঘুম কোথায় থেকে আসে ?
দিনে বুঝি লুকিয়ে থাকে—মা, সে—
কোথায় ঘুমের বাড়ী ?
সবাই রাতে ঘুমায়—ঘুম ত মেলা !
কাদের সাথে তাদের মা আজ খেলা—
আমার বুঝি 'আড়ি' !

ঝিঁঝিদেরও আড়ি, তাইতে ডাকে,
সারারাত মা জেগে তারা থাকে—
শুধু বাজ্‌না বাজায়!
জোনাক্‌-পোকাও ঘুমায় না মা, রাতে,
রোজই বিয়ে হয় মা, কাদের সাথে—
রোজই আলো সাজায় ?

—তোর সাথে আর বক্‌তে পারিনি—
পোড়া চোখে ঘুমের হ'ল কি ?
—তোরও, মা—আজ কি হয়েছে যেন !
রোজ কথা ক'স্—আজকে এমন কেন ?



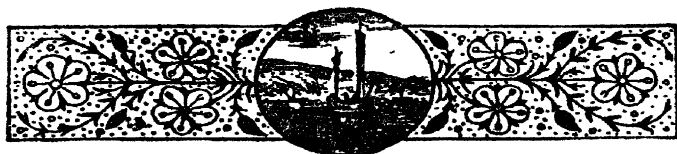
কালো

মা—তুই আমায় বল্লি কেন 'কালো' ?
তা'লে আমায় বাসিস্ না ত ভালো—
মা তুই তবে যা !
তোর কাছে মা আস্‌বনাক—আর,
খুঁজে' যখন করতে যাবি বা'র—
কথাই কবনা !
হেসে মাতা কহেন—পাগল ছেলে—
পারিস্ কেমন—যা না দেখি ফেলে !

আবার যদি ডাকিস্ 'কালো' বলে'—
সত্যি কিন্তু যাব এবার চলে'
দিদির শ্বশুরবাড়ী !
দিদি গেলে' কাঁদিস্ যেমন করে',
দেখ্‌ব, তেম্‌নি কাঁদিস্ কিনা পড়ে'—
পাঠাস্ কিনা গাড়ী !
তুইও যাবি দিদির মতন হ'লে—
কহেন মাতা—অশ্রু-ভাঙা বোলে।

আচ্ছা, মাগো, বাবাও ত সে কালো,
তাঁরেও তবে বাস্‌বি না ত ভালো—
তুই মা একা তবে ;
তিনটি জনে থাক্‌ব আমরা ঘরে,
দেখ্‌ব মা—তুই থাকিস্‌ কেমন করে'—
কেমন মজা হবে !
বক্ষে টানি' চক্ষু মুদে' খানিক—
কহেন মাতা—আমার 'কালো মাণিক' !

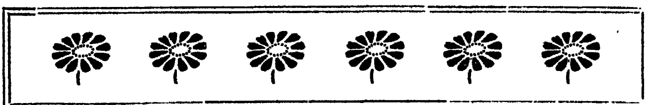




অভিমান

বাবা নাকি—যাবেন চলে' আবার ?
কল্‌কাতাতে কি আছে মা বাবার—
সেখানে যান কেন ?
লুকিয়ে থাক্‌ব এম্‌নি খাটের তলে,
বাবা যখন ডাক্‌বে 'ভুলো' বলে'—
দিস্‌নে বলে' যেন !
খুঁজতে যখন রাত্তির হয়ে যাবে—
ঘাটে তখন নৌকো কোথায় পাবে ?

তবু যদি যান মা—তিনি চলে',
এম্‌নি কেবল কাঁদ্‌ব, বাবা বলে'—
এম্‌নি সে জ্বর হবে ;
কিচ্ছু ওষুধ—খাবনা মা তখন,
বাবা ফিরে' ডাক্‌বে এসে যখন—
উঠ্‌ব আমি তবে !
আমায় কেন যান্‌না নিয়ে সাথে ?
শুনব কথা, কাঁদ্‌ব না মা রাতে !



বরাত

—কি বল্লি, মা ? ক'রতে পুজোর বাজার !
আমার কিন্তু পোষাক চাই মা, রাজার—
আর একটা সেই ছাতা ;
কাজ নাই মা এবার কাপড়-জামার,
একটা শুধু বন্দুক চাই আমার—
আর একখানা খাতা ;
কিচ্ছু জিনিষ— চাস্‌না মা তুই কেন ?
বল্‌না গিয়ে—চিঠির কাগজ এনো' !

হাঁসের মতন দোয়াত যে সেই আছে,
তেম্‌নি একটা চা' না মা, তাঁর কাছে—
বল্‌না গিয়ে তাঁকে ।
লিখ্‌তে—তখন কাকার কলম নেন !
বল্‌ব গিয়ে—একটা 'ইস্‌ক্লি'-পেন
এনে দিয়ো মাকে ?
তুই যে, তাঁকে বলিস্‌ নে মা, কিছু—
দাঁড়িয়ে থাকিস্‌ মুখটি করে' নিচু !



মুরুব্বি

মা, মা—ওমা, বাবা এলেন মস্ত গাড়ী চড়ে'—
তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে গিয়ে এমনি গেছি পড়ে' !
দিদি গেছে, ক্ষুদী গেছে—দেখ্‌তে বাবার গাড়ী—
তুইও কেন—আয়না দেখে' বাহির-দালান-বাড়ী !
ওকি, মা—তোর অমন করে' উঠ্‌ল কেন চোখ—
বুঝতে আমি পারি না—তুই কেমন যে মা লোক !

সারাদিন আর, মাগো—তোমার সময় হয় না আর ?
এই দেখ মা—কে এসেছেন, কর্‌না নমস্কার !
আমরা সবাই করেছি ত' ; কেমন দিদি, নয় ?
গুরুজন কেউ এলে, তাঁকে প্রণাম করতে হয় !
ওকি, মা—তুই চুপটি করে' রইলি চেয়ে কেন ?
বাবার সঙ্গে কোনকালেই কর্‌না কথা যেন !

কত রকম জিনিষ যে, মা—এনেছেন যে সাথে—
বলেছেন—কাল দেবেন খুলে' সকাল-বেলাতে ;
তোমার জন্যে কিছুই না মা—সত্যি, কেমন নয় ?
তুই যে বলে' দিসনি কিছু, যাবার—সে সময় !
দাঁড়িয়ে, মা—তুই হাসিস্ কেন ?   মা, তুই কি যে লোক-
বাবার কাছে নে না চেয়ে—একটা কিছু হোক্ !





লক্ষ্মীছেলে

কাল যে দেবে বলেছিলে—আজ ত এখন কাল—
ঐ দেখনা—রোদ্দুরেতে ভরে' গেল চাল!
ওঠনা—আর কখন্ দেবে? অনেক হ'ল বেলা—
এক্ষুণি যে পড়্‌বে এসে' বন্ধু আমার মেলা!
হারু এসে' বলবে যখন—কি পেলি ভাই দেখি—
তখন আমি কি দেখাব, বল্‌ব তাদের যে কি!
মুখ-ধোওয়া সে পরে হবে; বাক্স আগে খোল'—
চাবির থোকা দেও মা, তোমার চুলের দড়ি তোল'।

খেল্‌না আমার দেখে' সবার—ইচ্ছে কেবল পাওয়ার-
হাবা ত তার বাবার সাথে কথাই কবে না আর!
পারুর মুখটি দেখে' আমার এমনি পেল হাসি—
বাবা, তোমায় আজকে হ'তে খুবই ভালবাসি!
রোদ্দুরে আর বেড়াবনা, বই দেবনা ফেলে',
দুষ্টুমি আর করবনাক—মাষ্টার-মশায় এলে,'
পুকুর-ভাসা নতুন জলে পাড়্‌ব না আর ডুব—
মারামারি করব না আর, লক্ষ্মী হব খুব!



পাণ্ডা

মাগো, তোমার আজকে নাকি চুল-বাঁধার 'একজামিন'-
আরসি নিয়ে আছ বসে' সেই হ'তে সারাদিন !
চুল বাঁধা—সে পরে হবে, কাপড় দে বা'র করে',
বাবার সঙ্গে বেরোব আজ ভাল কাপড় পরে' ;
খেল্‌তে সবাই ডাক্‌তে এলে, বলিস্‌ তাদের, মা—
শালবনীতে গেছে সে আজ, খেল্‌তে যাবে না।
আজকে ফিরে' আস্‌তে বাড়ী, আস্‌ব মা সেই রাতে—
কিচ্ছু তুমি ভেবোনা মা, বাবা যে আজ সাথে !

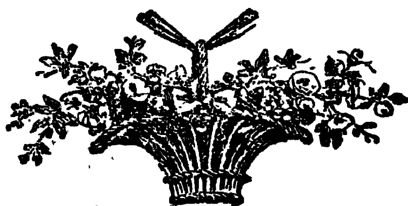
আজকে তাঁকে দেখাব সেই বুলবুলীদের বাসা ;
ছোট্ট—কেমন ফুট্‌কি-দেওয়া ডিমগুলি সে খাসা !
তিনটে ডিমের একটা—মা, কাল হয়ে গেছে ছানা—
ঠোঁটটি কেমন ফাঁক করে' সে নড়াচ্ছিল ডানা ;

সন্ধ্যাবেলায় হিম পড়ে যে, শীত লাগে তার—নয় ?
খুকীর ছেঁড়া কাঁথাটা তায় দিয়ে এলে হয় !
দেখ্‌তে কিছু পায় না সে যে—ফুটবে—মা, চোখ কবে ?
একটু বড় হ'লেই কিন্তু নিয়ে আস্‌তে হবে !

আরো কত-কি-যে জিনিষ দেখিয়ে আন্‌ব তাঁকে—
মৌচাক—সেই গোয়াল-পাড়ার চিতে-বেড়ার ফাঁকে ;
বেদের চিতে-সাপের মতন আস্তে-আস্তে নড়ে—
মধু কোথায় পায় তারা—চাক কেমন করে' গড়ে ?
কাউকে আমি বলিনি তা, উড়িয়ে দেবে বলে',
তোমার জন্যে আন্‌ব পেড়ে অনেক মধু হ'লে ;
নিজে কিন্তু যাবনা—যে কাম্‌ড়ে' দেয়—মা, নাকে—
সে দিন যে সেই কাম্‌ড়েছিল মথুর দাদার মাকে !
দূরে থেকে বল্‌ব—বাবা, যেওনা আর কাছে ;
চুপটি করে' যাব আগে, রাখব তাঁকে পাছে !

ছাতিমতলার কল্‌মি-পুকুর—দেখাব আজ তাও—
ছুটো ফুল, মা, আন্‌ব তুলে'—বল' যদি চাও ;
কেমন মজার ফুল যে মা, তার—কি যে চমৎকার-
ঠিক যেন সে তাকিয়ে থাকে খুকীটি তোমার !

জলেতে ফুল, ডাঙাতে ফুল—সব ঠাঁয়ে তার ফুল,
জল আর ডাঙা—একই বলে' হয় যেন—মা, ভুল!
ঘাটের ধারে অনেকগুলো ডোঙা আছে বাঁধা,
তার উপরেও জল উঠেছে, তাতেও ফুলের গাদা!
ঐ—মা, বাবা ডাক্‌ছেন আবার, দে না মা চট্ করে',-
পকেট-ওলা পিরানটা দিস্—ফুল আন্‌ব তাই ভরে'।





দ্বিজেন্দ্র-বিয়োগে

সমুদ্রমন্থনদিনে দেবাসুরে নিল ভাগ করি'
সিন্ধুর যা-কিছু রত্ন; বেলাভূমে ছিল সেথা পড়ি'
একখানি শুক্তি শুধু; বিধাতা দিলেন তাহা নরে-
হাসি-অশ্রু যুগ্ম-মুক্তা গাঁথা যার গোপন গহ্বরে।
ছল-ছল স্বচ্ছশোভা অশ্রুমুক্তা স্বভাব-কোমল—
মানবের চক্ষে-চক্ষে ফিরিতে লাগিল ভূমণ্ডল;
হাস্য ছিল সঙ্গোপনে—ঢল-ঢল লাবণ্যসম্ভার!
তুমি কবি, আহরিয়া সুদুর্লভ সেই উপহার,
সমর্পিলে মহা হর্ষে মর্ত্ত্যবাসী আর্ত্তজন লাগি'—
হাসিল তমসাতীরে অকলুষা উষা যেন জাগি';
সাহিত্যের কুঞ্জে-কুঞ্জে কণ্টকে ফুটিল পুষ্পরাশি,—
বঙ্গবাসী প্রাণ পেল হাসি' সেই রঙ্গভরা হাসি!

কিন্তু হায়! কে মুছিবে নিয়তির অব্যর্থ লিখন—
দরিদ্র বাঙালী-ভাগ্যে আনন্দ যে ঐশ্বর্য্য-স্বপন!
তাই আজি বঙ্গাকাশে সহসা নিবিল ধ্রুবতারা,
আনন্দের পূর্ণচন্দ্র অকস্মাৎ হ'ল জ্যোতিহারা;
বসন্তে জাগায়ে দিয়া কোকিল কোথায় গেল চলি',
'গৃহস্থের খোকা হোক্'—কাঁদিল সে 'চোখ গেল' বলি'!
এ যেন কৌতুক-নাট্যে প্রথমাঙ্কে যবনিকা টানি'
নিবাইল দীপালোক, শুনাইল অন্তিমের বাণী!
রঙ্গরসে সারা বঙ্গ মাতাইয়া যেন অর্দ্ধপথে—
বঙ্গ-বৃন্দাবন-চন্দ্র আরোহিলা অক্রূরের রথে!
যে দিয়াছে এত সুখ—সেও এত দুঃখ দিতে জানে—
হায়রে দুর্ভাগা দেশ! আনন্দ কি সহে তোর প্রাণে!

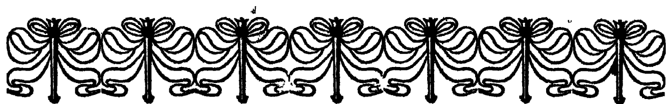
ঐ শোন, লক্ষ কণ্ঠ তোমারে ডাকিছে ফিরে' আজি-
ঐ দেখ, লক্ষ চক্ষু বরষিছে তপ্ত অশ্রুরাজি!
আপনি স্বদেশ-লক্ষ্মী—হের, আজি শূন্য কোল নিয়া,
কবিবর, তোমাপানে অশ্রুনেত্রে আছেন চাহিয়া!
এরি মাঝে মর্ত্ত্যে তব কর্ত্তব্যের হইল কি শেষ?
'সকল দেশের রাণী' আজিও যে চিনিলনা দেশ!
'স্বর্গ আমার' বলি'—গর্ব্বভরে ডাকে কয় জন—
'মানুষ হ'বার লাগি' গৃহে-গৃহে কৈ আয়োজন?

'শিখিয়া বিলাতি বুলি, বাঙলা ভুলি'তে আজো সাধ,
গণ্ডমূর্খ 'চণ্ডী' করে লণ্ডভণ্ড হিন্দুধর্ম্মবাদ !
এখনো এ দগ্ধদেশে ছদ্মবেশে ফিরে 'নন্দলাল'—
ফিরে' এস, ফিরে' এস—সাহিত্যের আনন্দ-দুলাল !

শতাব্দির দুঃখদৈন্যে জর্জ্জরিত যাহার হৃদয়,
হাস্য যে অমৃত তার—অবসন্ন আত্মার অভয় !
তুমি সেই অমৃতের কবি, ঋষি, মহাপ্রচারক,
দেশভক্ত মহাকর্ম্মী, জননীর অক্লান্ত সাধক ;
তুমি শুধু কবি নহ, কবিরাজ তুমি ধন্বন্তরি —
মুমূর্ষু বাঙালীদেহে তুমি দিলে জীবনী সঞ্চরি'
সঞ্জীবনী হাস্যমন্ত্রে ; পাংশুমুখে ফুটি' উঠে হাসি,
উঠি' বসে শীর্ণ রোগী—গৃহে বাজে আনন্দের বাঁশী !
কিন্তু কবি, অসমাপ্ত রয়ে গেল সমারব্ধ কাজ—
'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি'—তাই সত্য আজ !
যাও তবে কবিবর, 'সুরধামে'—'মহাসিন্ধুপারে' ;
তোমারি অমৃত-গীতি শান্তি দিক্ আজি সবাকারে * ।



*কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অকাল মৃত্যুতে ।



বিরাগী

গোলাপের বাগ, কেয়ার কেয়ারি—
ভাগ করে' নিক্ কবিরা মেলি' ;
আমার সেথায় নাহি আর ঠাঁই,
সে সকলে তাই এসেছি ফেলি'।

বুলবুল মোর গিয়াছে উড়িয়া,
সখের সারস গিয়াছে মরি',
দ্রাক্ষাশাখায় রহিল টাঙানো
সাধের সেতার হেলায় পড়ি'।

তোমরা সে সব ভোগ কর ভাই—
তোমাদের আজো রয়েছে আশা ;
আমার সুখের নেশা কাটিয়াছে—
চিড়িয়া উড়েছে—কি হবে বাসা !

খোদা নিজে যারে ফকির করেছে,
মজ্‌লিস্‌ তারে সাজে কি আর ?
অন্ধ নয়নে সুর্ম্মা কে আঁকে,
তারহীন—কে সে রাখে সেতার ?

সংসার-নেশা কেটেছে আমার—
বন ভাল তাই আমার কাছে ;
বন্ধু আমার, শান্তি আমার—
হেন অরণ্য কোথায় আছে ?

নিবিড় আঁধার দূর দুর্গম—
বৃক্ষের পরে বৃক্ষস্রোত,
সূর্য্যের আলো পশেনাক ভয়ে,
বাতাসের হয় কণ্ঠরোধ ;

কণ্টক যেথা বাঁকা কটাক্ষে
পান্থজনারে পথে ফিরায়,
সুস্বর পাখী পলায় তরাসে,
বাদুড়েরা শুধু ঝোলে শাখায় ;

চীৎকার করে' পেঁচা উড়ে যায়,
পাখা ঝট্‌পটি' শিকার ধরে,
হিংস্র শ্বাপদ তাহারি তলায়
হানাহানি করে পরস্পরে !

সেই মোর ঠাঁই—সেই আশ্রয়,
সেই হবে মোর নূতন বাসা—
তোমরা হেথায় সুখে থাক ভাই,
তোমাদের আজো রয়েছে আশা !

চন্দন যেথা গন্ধ দেয় না—
ঘর্ষণে শুধু আগুন জ্বালে,
বেতস যেথায় কুঞ্জ রচে না,
সর্পেরে রাখে জড়ায়ে ডালে ;

ফল যেথা শুধু মাকাল নিম্ব—
কটু ও তিক্ত—কুরসে ভরা,
কাল-কাসন্দা কুসুম কেবল—
নিশ্বাস যার চেতনা-হরা ;

নাহি নদনদী, পল্বল শুধু—
গলিত-পত্র পঙ্কময়,
গণ্ডুষে যার—মৃত্যু সে ধ্রুব,
অন্ততঃ নর পাগল হয়;

হেন ঠাঁই—যাহা দুরধিগম্য,
রম্য এখন আমার কাছে ;
সংসার-ভোগ তোমরা মিটাও—
তোমাদের আজো পিপাসা আছে !

বিরাগী

ছেড়ে দাও মোরে, কেন রাখ ধরে'
কি বলিছ—কেন বিরাগ হেন—
ভাবিওনা কিছু, শোন বলি তবে
প্রশ্ন যখন করেছ—কেন ;

তোমরা যাহারে সংসার বল',
বুঝিয়াছি তাহা বিষের খনি ;
অরণ্য বলি' ভয় কর যায়,
তার তুলনায় স্বর্গ গণি !

কবিত্ব কাছে বিদায় নিয়েছি—
সত্যের আমি পেয়েছি দেখা,
সংসার-পাঠ সাঙ্গ করেছি—
ঐ পাঠশালে আমারো শেখা ;

তোমাদের আজো নেশা আছে প্রাণে—
তাই, তোমাদের রয়েছে আশা ;
সংসার-মধু-স্বাদ পাবে যবে—
আমারি মতন ভাঙিবে বাসা !





শেষ

শেষ অঞ্জলি নিঃশেষ আজি—
শেষ সাজি যাহা ভরিবার ;
পরাজিত এই অপরাজিতার
সময় হয়েছে ঝরিবার !

অন্তরযামী দেবতা,
পুষ্পজীবন বৃথা গেল বহি'—
কেমনে ভুলিব সে কথা !

কুঞ্জ ভরিয়া ধ্বনিয়া উঠিল
অপরাজিতার পরাজয় ;
সুদূরে—আঁধারে কে অপরিচিতা
হাসিয়া দেখায় বরাভয় !

সে অভয়ে আর কিবা ফল ?
মুদিয়া এসেছে আঁখি-পল্লব—
ধূলায় লুটায় ঝরা-দল !